



নাটক



সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর





সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর



নাট্যকার-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ৩১ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী, আর মাতা জোবেদা খানম। কবির প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সিকান্দার আবু জাফর হাশেমী বখত। স্থানীয় তালা বিডি ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৩৬ সনে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি সরকারী সংস্থায় চাকরি করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। চাকরি এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিও তিনি একসময় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ভারত বিভক্তির পর তিনি কলকাতার জীবন ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে একদিকে সাহিত্যচর্চা, অন্যদিকে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন তিনি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে তাঁর সাংবাদিক কর্মধারা। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদনীয় বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। দৈনিক সংবাদের প্রথম সম্পাদকীয় তাঁরই লেখা। সংবাদের পর তিনি ইত্তেফাক এবং মিল্লাত পত্রিকায়ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত সমকাল পত্রিকা। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে সমকাল পত্রিকার অবদান অসামান্য। নতুন লেখক সৃষ্টিতে সমকাল-এর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অভিযান পত্রিকা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অভিযান পত্রিকার প্রকাশ একটি দুঃসাহসী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যজীবনও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে তাঁর সাহিত্যসাধনা। একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছড়া ও অনুবাদগ্রন্থসমূহ। গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও সিকান্দার আবু জাফরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর ‘আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে’ গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপুল প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরলস ও অকুণ্ঠ। নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সিকান্দার আবু জাফরের প্রধান সাহিত্যকর্ম :

- কবিতা : প্রসন্ন গ্রন্থ (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), কবিতা- ১৩৭৪ (১৯৬৮), বৃষ্টিক লগ্ন (১৯৭১), বাঙলা ছাড়ো (১৯৭২)।
- গানের বই : মালব কৌশিক (১৯৬৬)
- উপন্যাস : মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), জয়ের পথে (১৯৪৩), পূর্ববী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)
- নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাউল (১৯৬৬);
- অনুবাদ : যাদুর কলস (১৯৫৯), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), পশ্চিমের পারাবাত (১৯৬২), রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সিংয়ের নাটক (১৯৭১)।









ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবহিত আছি। নাটক তুলনামূলকভাবে আধুনিক সাহিত্য শাখা। বাংলা নাটকের বয়স মোটামুটি দুশো বছর। মাধ্যমিক পর্যায়ে আপনারা নাটক পড়েছেন, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যসূচিতেও নাটক অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে আপনাদের পাঠ করতে হবে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) বিরচিত ‘সিরাজউদ্দৌলা’ (রচনাকাল : ১৯৫১, প্রকাশকাল : ১৯৬৫) নাটক। মূল নাটকে অনুপ্রবেশের পূর্বে নাটকের সংজ্ঞার্থ ও শিল্পরূপ, নাটকের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা, সিরাজউদ্দৌলা নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যিক। বর্তমান ইউনিটে আমরা উপরের বিষয়সমূহ অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।



সাধারণ উদ্দেশ্য








-  নাটকের উপাদান, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
-  নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করতে পারবেন;
-  নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
-  ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন;
-  ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সম্পূর্ণ কাহিনিটি লিখতে পারবেন;
-  ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

-  নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
-  নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করতে পারবেন;
-  নাটকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
-  নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
-  বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
-  সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
-  ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

নাটকের সংজ্ঞার্থ

সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে নাটক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক—সাহিত্যের এসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। দেখা ও শোনার যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি প্রকৃত নাটক। অর্থাৎ নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। এই দুটি মৌল বিষয় নাটকের প্রধান শিল্প-বৈশিষ্ট্য হলেও, আমরা নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেও সাহিত্য রস আনন্দন করতে পারি।



সহজ কথায় আমরা নিম্নোক্তভাবে নাটককে সংজ্ঞায়িত করতে পারি— মঞ্চ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হয় নাটক। ইংরেজিতে বলা হয় "Drama is the creation and representation of life in terms of theater"

নট, নাট্য, নাটক— এ তিনটি শব্দেরই মূল হলো নট। আর নট এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস আস্বাদন করতে পারি। তবে মঞ্চ অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দ লাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের শিল্পরীতি

যদিও বলা হয়, মানবজীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার সংলাপময় শিল্পরূপই নাটক। কিন্তু নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মেনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকে নাটকের শিল্পরীতি বলে। বস্তুত, এইসব শিল্পরীতি মেনে চলাই একটি সার্থক নাট্যকর্মের মৌল ভিত্তি। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো— কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action), সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকর্ষ (Suspense), নাট্যশ্লেষ (dramatic irony) ইত্যাদি।

নাটক জীবনের অনুকরণে নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুকরণ করা হয় যে-জীবন কর্মময়, গতিশীল, প্রকৃষ্ট এবং পরিবর্তমান। দর্শক শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছে গতিবেগ বা অ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত ক্রিয়া বা কর্মের গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। নাটকের অ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে।

নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চ আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন— “অভিনেতা একভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে তা প্রায়ই একঘেঁয়ে ও ক্লাস্তিকর হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে আসতে হয়, যেতে হয়, মঞ্চের মধ্যে নড়াচড়া করতে হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে হাত, মুখ, চোখ ও ঙ্র্যুগল সঞ্চালন করতে হয়। শুধু আঙ্গিক গতি নয়, বাচিক গতিও নাটকের জন্য প্রয়োজন। এজন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চে এবং কখনো বা নিম্নে দ্রুত ও আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এভাবে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের action আমাদের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের চিন্তকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে রাখে।”

বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের অ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

গতিবেগ বা অ্যাকশন সৃষ্টির জন্য নাট্যকার প্রথমেই যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার নাম conflict বা সংঘাত। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রিক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু'গুচ্ছ মানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিরোধ বা সংঘাতই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছমানুষের এক গুচ্ছ ভালোর প্রতীক, অন্য গুচ্ছ মন্দের প্রতীক। নাটকে সংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে তার ততই সার্থকতা।

সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ নাটকেই আমরা এ ধরনের সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই। সমাজনীতি ও যৌনচেতনার বিরোধ, সামাজিক ভেদের কারণে মতান্তর ও মনান্তর, বিবাহ ও ব্যক্তি অধিকারের সংঘাত, যন্ত্র ও জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ, সমাজবাদ ও ধনবাদের সংগ্রাম ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিক নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিঃকারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উগ্ঠ হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজ-চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি-চেতনার,



হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি-অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে-কোনো ধরনের নাটকে এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

নাটকে অ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির অপর কৌশল হচ্ছে ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশে আকস্মিকতার আমদানি করা। রঙ্গ-মঞ্চে অপেক্ষা তিন দিক থেকে চরিত্রের আগমন-নির্গমন বিষয়ে দর্শকের কোনো ধারণা থাকে না বলে নাট্যকার এখানে আকস্মিকতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।

আকস্মিকতার মতো Suspense বা উৎকণ্ঠাও নাটকের জন্য অপরিহার্য বিষয়। এই উৎকণ্ঠার জন্যই দর্শক পুরো সময় ধরে গভীর বিস্ময় ও উত্তেজনা নিয়ে নাট্যাভিনয় উপভোগ করে থাকেন। নাটকে একটি উৎকণ্ঠা তৈরির কিছুক্ষণ পর তার উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় নতুন পরিস্থিতির মাধ্যমে নতুন উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়। এভাবে সাসপেন্স বা উৎকণ্ঠা নাটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উৎকণ্ঠা আছে বলেই নাটকের সঙ্গে দর্শক শ্রোতার এক অদৃশ্য সেতুবন্ধ তৈরি হয়।

নাটকীয় অ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হলো dramatic irony বা নাট্যশ্লেষ নির্মাণ। ‘শ্লেষ’ অলঙ্কারে যেমন একটি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ থাকে, নাট্যশ্লেষেও তেমনি ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে নাট্যকার সুকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করেন। নাট্যশ্লেষ দর্শকদের মনে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বেদনা-এসব অনুভূতির উদ্বেক করতে পারে। তাই ট্রাজেডি, কমেডি বা যে-কোনো ধরনের নাটকেই আমরা নাট্যশ্লেষ লক্ষ্য করি।

নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান

নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এ জন্যে অন্যান্য সাহিত্য শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে—

১. কাহিনি বা বিষয়
২. চরিত্র
৩. সংলাপ
৪. পরিবেশ।

একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ-চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়। প্রতিটি নাটকে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনির মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিট, কিংবা সর্বোচ্চ ১২০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনি এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

কাহিনিকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনি দাঁড়াতে কীভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। নাটকে একটি, কখনো বা দুটি প্রধান চরিত্র থাকে। প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাট্যঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্র তো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীর যে-কোনো সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। এ দু’পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনিতে চরিত্র বিকশিত হয়। ট্রাজেডির চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা মূলত সকল নাটকের চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে, চরিত্রের থাকতে হবে নিম্নোক্ত গুণাবলি—

ক. নাটকের চরিত্রের মাঝে ভাল ও মন্দের সমাবেশ থাকবে;

খ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে যথাযথ;



গ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে বাস্তব;

ঘ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু নাটকের গতি প্রধানত একটি কি দুটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। প্রধান চরিত্রের উপরই নাটকের সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই প্রধান চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

কাহিনি আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হলো না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্য চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনি ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়। বস্তুত সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে—

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

সংলাপ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা উপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। নাট্যকারকে এখানে সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ করতে হয়। সংলাপের মাধ্যমেই যেহেতু নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়, তাই সংলাপের ভাষা কেবল চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী হলেই চলে না। ভাষার মধ্য দিয়ে আবেগ, দ্বন্দ্ব, উৎকর্ষা প্রভৃতিও ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেজন্য সংলাপের শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস, বিভিন্ন বাক্যের পারিবারিক সংযোগ ইত্যাদিতেও নাট্যকারকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হয়। সংলাপের ভাষা অবিকল বাস্তব হলে চলে না। সংলাপের ভাষা হলো শিল্পের ভাষা। তাই সংলাপের ভাষাকে একটু সাজিয়ে, বর্ণ ও সুরের সমাবেশে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

নাটকের সংলাপ কখনো গদ্যরীতি, কখনও বা পদ্যরীতি অবলম্বন করে রচিত। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরসের দাবি অনুযায়ী যে-কোনো একটি রীতি সংলাপে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক নাটকের ভাষায় পদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, শেক্সপিয়ারের নাটকেও পদ্যরীতির ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু আধুনিককালে আমরা নাটকের সংলাপে সাধারণত গদ্যভাষার ব্যবহারই লক্ষ্য করি। তবে একালেও বিষয়ের প্রয়োজনে অনেক নাটকের সংলাপে পদ্যরীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। পরিবেশ যথাযথ না হলে নাটকের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়। তাই পরিবেশ নির্মাণের প্রতি নাট্যকারকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। নাট্যকারের এমন কোন পরিবেশ নির্মাণ করা উচিত নয়, যা মঞ্চ উপস্থাপন করা অসম্ভব। এই চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। গ্রিক নাটকে কাহিনির প্রধান্য বেশি, পক্ষান্তরে শেক্সপিয়ারের নাটকে দেখি চরিত্রের প্রধান্য।

নাটকের গঠনকৌশল

নাটকের গঠনকৌশল নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রিক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রিক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ—

১. কালের ঐক্য;

২. স্থানের ঐক্য;

৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশ্বস্ততা এবং মঞ্চ-যোগ্যতা নাট্যকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। এ্যারিস্টটল



বলেছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাট্যকাহিনিকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোনো স্থানের উল্লেখ থাকতে পারবে না, যেখানে নাট্য নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোনো ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এয়ারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন “নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই।”

ওপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এয়ারিস্টটল তাঁর On the Art of Poetry গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের ওপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোনো কোনো নাটকে লক্ষ্য করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই। এ ধরনের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিনি পয়সার ভোজ’, নুরুল মোমেনের ‘নেমেসিস’, আব্দুল্লাহ আল মামুনের ‘কোকিলারা’, ইউজিন ও নীল-এর ‘দি ব্রেক ফাস্ট’, জাঁ ককতুর ‘দি হিউম্যান ভয়েস’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মূল নাট্যকাহিনিকে এয়ারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য- এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে ঐ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনি বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি— নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্যপর্বে অতি দ্রুত কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। এয়ারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনির এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে আপনি ঐ দু’ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ্য করবেন না। এমনকি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেননি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। মোটকথা, বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকুই মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো নিম্নরূপ—

১. কাহিনির আরম্ভ- Exposition [মুখ]
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি- Rising action [প্রতিমুখ]
৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব- climax [গর্ভ]
৪. গ্রহীমোচন- Falling action [বিমর্ষ]
৫. যবনিকাপাত- Conclusion [উপসংহার]

উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চগঙ্গ নাটক। এক-একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় এক-একটি অঙ্ক। এয়ারিস্টটলের মতে, পঞ্চগঙ্গ নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। নাটকের প্রথম অঙ্কে আখ্যানভাগের সূচনা এবং নাট্যিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে আখ্যানের জটিলতা এবং নাট্যদ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ করে। তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত হয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা এবং চরম নাট্যোৎকর্ষ। এখানেই নাট্যদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ বর্ণিত হয়। চতুর্থ অঙ্কে আস্তে আস্তে নাট্য-জটিলতার জট খুলতে থাকে। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত হয় নাট্যকাহিনির সমাপ্তি বা উপসংহার। একটি পঞ্চগঙ্গ নাটকের



কাহিনিধারা অনুসরণ করলে উপর্যুক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিভাজন অনুধাবন করা আপনার কাছে সহজ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক ‘সাজাহান’-এর কাহিনীক্রম বিশ্লেষণ করতে পারি। ‘সাজাহান’ নাটকের অঙ্ক-বিভাজন নিম্নরূপ-

প্রথম অঙ্ক : দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সাজাহানের পুত্রদের মাঝে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী ঔরঙ্গজেব আগ্রায় প্রবেশ করে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক : ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোরাদকে বন্দি করেন। পরাজিত দারা রাজপুতানার মরণভূমিতে সপরিবারে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ।

তৃতীয় অঙ্ক : গুজরাটের সুবেদার সাহাবাজের দারার পক্ষ অবলম্বন। ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহকে গুজরের সুবেদারির লোভ দেখিয়ে দারার পক্ষ থেকে সরিয়ে আনা।

চতুর্থ অঙ্ক : পরাজিত ও ধৃত দারাকে ঔরঙ্গজেব কারাদণ্ড প্রদান করেন। জিহন খাঁ দারার ছিন্নমুণ্ড এনে ঔরঙ্গজেবকে উপহার প্রদান করেন।

পঞ্চম অঙ্ক : দারার পুত্র সোলেমান বন্দি হলেন। সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহানের উদ্মাদ অবস্থা। অনুতাপদগ্ধ ঔরঙ্গজেব পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতৃহীন পুত্রকে ক্ষমা করলেন এবং এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এ্যারিস্টটল পঞ্চাঙ্ক নাটকের কথা বললেও, আধুনিক কালে উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায় পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে ধারণ করেও নাটক রচিত হচ্ছে। আধুনিক নাট্যকারেরা তিন অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ এবং নুরুল মোমেনের ‘নেমেসিস’ নাটকের কথা বলতে পারি। এক অঙ্ক এবং এক দৃশ্যে রচিত হলেও উপর্যুক্ত নাট্যদ্বয়ে অদৃশ্য পঞ্চাঙ্গ (পাঁচটি পর্যায়) সহজেই নির্দেশ করা যায়।

নাটকের মূল লক্ষ্য হলো নাট্যকাহিনির বিকাশ ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণ। এদিকে লক্ষ রেখেই নাট্যকার তাঁর নাটকের সংগঠন নির্মাণ করেন। অঙ্ক ভাগের গাণিতিক হিসেব দিয়ে জীবনের হিসেব সর্বদা মেলে না। তাই সৃজনশীল নাট্যকার প্রায়শই নতুন নতুন গঠনশৈলী নির্মাণ করে নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

আপনি নিশ্চয়ই অনেক নাটক দেখেছেন; কখনো রেডিওতে নাটক শুনেছেন, কখনো টেলিভিশনে নাটক উপভোগ করেছেন, কখনো-বা বিশেষ কোনো নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন। আপনার দেখা শোনা বা পাঠ করা সবগুলো নাটকই কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই নয়। কোনো নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা বেদনায় হয়েছেন বিমর্ষ। কোনো কোনো নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের বিজয়কাহিনি কিংবা তার পতন ও পরাভবের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত বা শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স (প্রহসন) ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো-

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণিবিভাগ				
ভাব অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোমান্টিক	বাস্তববাদী	-	-
বিষয় অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	চরিত্রমূলক	-
রস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ট্র্যাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজিকমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সান্ধেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	মহাকাব্যিক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	চার অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	দুই অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক



আপনি ইচ্ছা করলে আরো কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয় স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিন ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন— বেতার নাটক, টেলিভিশন নাটক, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি। উপরের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে আপনার জানা প্রয়োজন। কেননা, আপনার পাঠ্যসূচিভুক্ত ‘সিরাজউদ্দৌলা একটি ট্র্যাজেডি নাটক। ট্র্যাজেডি হিসেবে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ কতটুকু সার্থক, তা বিবেচনা করতে হলে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে।

অন্তর্দন্দ এবং বহির্দন্দে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনিকে সাধারণত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোনো মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো-বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক অন্তর্দন্দ এবং বহির্দন্দে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতি। গ্রিক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

এ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারি—

১. ট্র্যাজেডি কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণাবয়ব।
২. ট্র্যাজেডিতে কোনো সাকর্মক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দন্দ বহির্দন্দের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।
৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত-সংযোগে ট্র্যাজেডির বহিঃপ্রসাধিত হয়।
৪. নাটকীয়, বিচিত্র ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী (unity of action)।
৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক কাহিনি নয়।
৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিন্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন (Purgation) ঘটে।

ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিন্তে করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম
ইসকাইলাস	খ্রি.পূ. ৫২৫-খ্রি.পূ. ৪৫৬	গ্রিস	প্রমিথিউস বাউন্ড
সফোক্লিস	খ্রি.পূ. ৪৯৬-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	দি কিং ইডিপাস
ইউরিপিডিস	খ্রি.পূ. ৪৮৪-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	ইলেকট্রা
এ্যারিস্টোফেনিস	খ্রি.পূ. ৪৪৮-খ্রি.পূ. ৩৪৮	গ্রিস	দি ফ্রগস্
সেনেকা	খ্রি.পূ. ৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ	ইতালি	ফিয়েদ্রা
ভবভূতি	খ্রিস্টীয় ২য় শতক	ভারত	স্বপ্ন-বাসবদত্তা
কালিদাস	খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক	ভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্



নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম
শেখরপিয়র	১৫৬৪-১৬১৬	ইংল্যান্ড	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ
মলিয়ের	১৬২২-১৬৭৩	ফ্রান্স	লে বুর্জোয়া
রাসিন	১৬৩৯-১৬৯৯	ফ্রান্স	এন্ড্রোমেকি
গ্যেটে	১৭৪৯-১৮৩২	জার্মানি	ফাউস্ট
ইবসেন	১৮২৮-১৯০৬	নরওয়ে	দি ডলস্ হাউস
স্ট্রিন্দবার্গ	১৮৪৯-১৯১২	সুইডেন	দি ড্রিম প্লে
অস্কার ওয়াইল্ড	১৮৫৬-১৯০০	ইংল্যান্ড	সালোমি
বার্নার্ড শ'	১৮৫৬-১৯৫০	ইংল্যান্ড	ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান
চেখভ	১৮৬০-১৯০৪	রাশিয়া	দি চেরি অরচার্ড
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	ভারতবর্ষ	বিসর্জন, রক্তকরবী
ইউজিন ও'নিল	১৮৮৮-১৯৩৫	আমেরিকা	দি এস্পেরার জোনস্
লোরকা	১৮৯৮-১৯৩৬	স্পেন	ব্লাড ওয়েডিং
বুদ্ধদেব বসু	১৯০৮-১৯৭৪	ভারতবর্ষ	তপস্বী ও তরঙ্গিনী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৯২২-১৯৭১	বাংলাদেশ	তরঙ্গ-ভঙ্গ

ওপরের তালিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান নাট্যকার সম্পর্কে আপনি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর আগে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি কোনো মৌলিক নাটক নয়, অনুবাদ নাটক। রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে লেখেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এ সময় লেবেদেফ 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' নামে আরও একটি কৌতুক নাটক অনুবাদ করেন। এ নাটকটিও কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটকদ্বয় বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেদেফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯৫ সালে রুশীয় যুবক লেবেদেফের এই সাহসী উদ্যোগের পর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক বিকশিত হতে শুরু করে।

১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, গম্ভীরা গান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে বাংলা নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোকনাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য এবং গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শনে। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কেই বাংলাভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি—

- ক. সামাজিক নাটক
- খ. ঐতিহাসিক নাটক
- গ. পৌরাণিক নাটক
- ঘ. রূপক-সাম্প্রতিক নাটক
- ঙ. প্রহসন ও কৌতুক নাটক
- চ. গণনাট্যধারা
- ছ. কাব্যনাটক।



সামাজিক নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকার এবং তাঁদের প্রধান দু'একটি নাটকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো—

নাট্যকার	নাটক
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ, সধবার একাদশী
মীর মশাররফ হোসেন	জমীদার দর্পণ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	অলীক বাবু
অমৃতলাল বসু	ব্যাপিকা বিদায়
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পুনর্জন্ম

উপর্যুক্ত তালিকা ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকারের সাধনায় বিকশিত হয়েছে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারা। কিন্তু আমরা সকলের নাম উল্লেখ করিনি। বলাই বাহুল্য উপরের তালিকাটি একটি নমুনা মাত্র।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় প্রধান নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো—

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী নাটক
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	সিরাজদ্দৌলা, গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	টিপু সুলতান, মহারাজা নন্দকুমার

পৌরাণিক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন— গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('বিষ্ণুমঙ্গল', 'জনা'), অমৃতলাল বসু ('হরিশচন্দ্র'), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('সীতা'), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ('নর-নারায়ণ'), মনুথ রায় ('কারাগার') প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক-সাম্প্রতিক নাটকের ধারা। এই পর্যায়ে তাঁর 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলা প্রহসন ও কৌতুক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, গ্রন্থনামসহ তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
দীনবন্ধু মিত্র	কমলে কামিনী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কঙ্কি-অবতার, বিরহ
অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	আলিবাঁবা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা



বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। এই নাট্যকারের ধারার মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন', 'আগুন', জবানবন্দী), বিনয় ঘোষ ('ল্যাবরেটরি'), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ('হোমিওপ্যাথি'), সুনীল চট্টোপাধ্যায় ('কেরানী'), বিধায়ক ভট্টাচার্য ('আঁঠার পথে'), তুলসী লাহিড়ী ('ছেঁড়াতার') প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কাব্যনাটক রচনায় যারা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

নাট্যকার	কাব্যনাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ডাকঘর, রথের রশি
আলোক সরকার	মায়াকাননের ফুল, সিঁড়ি
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	উত্তরমেঘ, শেষ প্রহর
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধ্যা, প্রথম পার্থ, সংক্রান্তি

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান রচনার নাম প্রকাশকালসহ একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। বলাই বাহুল্য, এ-ছক একটা নমুনা মাত্র। তবে এ ছকের সাহায্যে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস নাটক	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্ত বিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী	১৮৬০
	একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ	১৮৬০
	সধবার একাদশী	১৮৬০
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী নাটক	১৮৭৩
	জমিদার-দর্পণ	১৮৭৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	পুরুবিক্রম	১৮৭৪
অমৃতলাল বসু	তাজব ব্যাপার	১৮৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল	১৮৮৯
	জনা	১৮৯৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	নূরজাহান	১৯০৮
	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৮৯০
	ডাকঘর	১৯১১



নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
	মুক্তধারা	১৯২১
	রক্তকরবী	১৯২৬
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	হেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	কল্লোল	১৯৬৮
বাদল সরকার	এবং ইন্দ্রজিৎ	১৯৬৫

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওপরের আলোচনা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। লক্ষ করেছেন উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের নাট্যকারদের নাম নেই। বাংলাদেশের নাট্যকারদের অবদান স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আমরা উপরের আলোচনায় তাঁদের নাম উল্লেখ করিনি। এবার আমরা বাংলাদেশের নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরবো।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। দেশবিভাগের পর থেকেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে নাটক হয়ে উঠলো একটি নিয়মিত শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতার মূলচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তর গরজে নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যমে এবং এভাবেই বাংলাদেশের নাটক অর্জন করলো নতুন মাত্রা। দেশ কালের দাবিতেই রচিত হলো নতুন নাটক, আবির্ভূত হলেন নতুন নাট্যকার। বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজমানস। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নাটকে আর স্থান পেল না।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। এই পর্বে বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
আকবরউদ্দিন	সিঙ্কু-বিজয়	১৯৩০
	সুলতান মাহমুদ	১৯৩০
	নাদির শাহ	১৯৫৩
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ	১৯২১
	আনারকলি	১৯৪৫
	মসনদের মোহ	১৯৪৬
ইব্রাহীম খাঁ	কামালপাশা	১৯২৮
	আনোয়ার পাশা	১৯৩২
ইব্রাহিম খলিল	স্পেন বিজয়ী মুসা	১৯৪৯
শওকত ওসমান	তক্ষর ও লক্ষর	১৯৪৫
	কাঁকরমণি	১৯৪৯



১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৭ থেকে প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ কালখন্ডে যারা নাটক লিখেছেন, তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
	কবর	১৯৬৬
	চিঠি	১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	বহিপীর	১৯৬০
	তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৬৫
	মহাকবি আলাউল	১৯৬৬
সাদ্দীদ আহমদ	কালবেলা	১৯৭৬
	মাইলপোস্ট	১৯৭৬
	তৃষ্ণায়	১৯৭৬
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫২
	অগ্নিগিরি	১৯৫৯
জিয়া হায়দার	গুপ্তা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের কালে বাংলাদেশের নাটকে যে নবতরঙ্গের সূত্রপাত ঘটে, সে কথা পূর্বেই আপনি জেনেছেন। এই সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের নাম আমরা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করছি—

মুক্তিযুদ্ধের নাটক : মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যারা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন— মমতাজউদ্দীন আহমদ— ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ (১৯৭৬), ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’ (১৯৮৬), ‘বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল’ (১৯৮৫); সৈয়দ শামসুল হক— ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’; জিয়া হায়দার— ‘সাদা গোলাপে আগুন’ (১৯৮২), ‘পঙ্কজ বিভাস’ (১৯৮২); আলাউদ্দিন আল আজাদ— ‘নিঃশব্দ যাত্রা’ (১৯৭২), ‘নরকে লাল গোলাপ’ (১৯৭৪); মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ— ‘কিৎশুক যে মরতে’ (১৯৭৪); নীলিমা ইব্রাহিম— ‘হে জনতা আরেক বার’ (১৯৭৪) প্রমুখ। উপর্যুক্ত নাটকসমূহে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে— কখনো আবেগী ভাষে, কখনো বা শিল্পিত পরিচর্যায়।

প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক : প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ চেতনাই বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে— মামুনুর রশীদে ‘ওরা কদম আলী’ (১৯৭৮), ‘ইবলিস’ (১৯৮২), ‘এখানে নোঙর’ (১৯৮৪), ‘গিনিপিগ’ (১৯৮৬); আবদুল্লাহ আল মামুনের ‘শপথ’ (১৯৭৮), ‘সেনাপতি’ (১৯৮০), ‘এখনও ক্রীতদাস’ (১৯৮৪); মমতাজউদ্দীন আহমদের ‘সাতঘাটের কানাকড়ি’ (১৯৯১); সেলিম আল দীনের ‘করিম বাওয়ালীর শত্রু বা মূল মুখ দেখা’ (১৯৭৩), ‘কিন্তুখোলা’ (১৯৮৬); রাজীব হুমায়ূনের ‘নীলপানিয়া’ (১৯৯২); আবদুল মতিন খানের ‘মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব; (১৯৮০); এস.এম সোলায়মানের ‘ইঙ্গিত’ (১৯৮৫) ‘এই দেশে এই বেশে’ (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ, পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক : মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালে ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণের অনুষঙ্গে নাটক রচনায় সঞ্চারিত হয় নতুন মাত্রা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে— সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরলদীনের সারাজীবন’



(১৯৮২); সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ (১৯৮৯); মমতাজউদ্দীন আহমদের ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’ (১৯৭৬); সেলিম আল দীনের ‘অনিকেত অন্বেষণ’, ‘শকুন্তলা’ (১৯৮৬) ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। ১৯৭১ পরবর্তীকালে শেক্সপিয়ার, মলিয়ার, মোলনার, বেক্ট, ইয়োসেনেস্কো, ব্রেখট, সার্ত, কাম্যু, এ্যালবি প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে। অনুবাদ ও রূপান্তরকরণে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, খায়রুল আলম সবুজ, আসাদুজ্জামান নূর, আবদুস সেলিম প্রমুখ।

নির্বাচিত নাটক প্রসঙ্গ

সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনির মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁর হাতে পলাশির ইতিহাস পুনর্জীবন লাভ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আগ্রহ থেকেই নাট্যকারের সিরাজউদ্দৌলা স্মরণ। ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ভূমিকায় সিকান্দার আবু জাফরের অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

“জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজউদ্দৌলা জাতীয় বীরের আসন লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক রূপে সিরাজউদ্দৌলা আজ সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে।

জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে জাতীয় প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃতই ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।”

নাট্যকারের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন কেন তিনি সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসখ্যাত কাহিনি নিয়ে আলোচ্য নাটকটি লিখেছেন। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা যেসব কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সিকান্দার আবু জাফর সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে সে কলঙ্কে মোচনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নতুন করে ইতিহাস লেখেননি, বরং নির্মাণ করেছেন কালজয়ী সাহিত্য। ১৯৬৫ সালে আইয়ুবী শাসনের যাতাকলে পূর্ববাংলার মানুষ যখন দিশেহারা, তখন সিকান্দার আবু জাফরের এই নাটক রচনা ভিন্নতর মাত্রা নির্দেশকও বটে। তিনি চেয়েছেন সিরাজউদ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, যাতে তারা সজ্জবদ্ধভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এই সূত্রে আলোচ্য নাটক রচনা ও প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী কর্ম।

সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বে এবং পরে একাধিক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় সে সব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানও এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার জানা প্রয়োজন।

সিরাজউদ্দৌলার ট্রাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই (১৯০৫) তিনি এই নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অভিমত— ‘বিদেশি ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ সহকারে বিদেশি ইতিহাস



খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।’ এভাবে সিরাজ-চরিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে নতুন মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলো।

সিরাজউদ্দৌলার ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে সবচেয়ে মঞ্চসফল ও বহুল পঠিত নাটক রচনা করেছেন শচীন সেনগুপ্ত। বস্তুত, শচীন সেনগুপ্তের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকই বাংলার রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। শচীন সেনগুপ্তের নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। নাটকে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে নাট্যকার নিপুণতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কল্পনার সত্যকে। এখানে নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বাঙালি জাতির নায়করূপে নির্মাণ করেছেন।

সিকান্দার আবু জাফরের পরে সিরাজউদ্দৌলা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমদ। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন— ‘সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নবরূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। নতুন কিছু বলবারও চেষ্টা করেছি।’ আলোচ্য নাটকে সাঈদ আহমদ ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নিহত সিরাজউদ্দৌলার পতনের মৌল কারণ তুলে ধরেছেন। ফলে ইতিহাসের অনেক তথ্য তিনি বাদ দিয়েছেন, ইতিহাস সন্ধান করে পরিবেশন করেছেন প্রকৃত সত্য। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ নাটক প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

“আরেকটি কথা। ‘শেষ নবাবের’ পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বারবার আমার মনে পড়েছে সমকালীন বাংলাদেশের কথা। আর সবকিছু ছাপিয়ে সিরাজউদ্দৌলার অন্তরালে এক অতিকায় ছায়ার মতো জেগে রয়েছেন সেই মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর নাম। সৎ সাহিত্যের একটি গুণ এই যে, তা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ থাকে না।”

ওপরের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সকল নাট্যকারেরই মৌল উদ্দেশ্য সিরাজ চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচন এবং তাঁর অতুল দেশপ্রেমের শিল্পরূপ নির্মাণ। এভাবে, বাঙালি নাট্যকারদের হাতে সিরাজউদ্দৌলা নতুন মহিমায় হলেন অভিষিক্ত।



সারসংক্ষেপ

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক— সাহিত্যের এসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হয় নাটক। নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকে নাটকের শিল্পরীতি বলে। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো— কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action), সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকর্ষ (Suspense), নাট্যশ্লেষ (dramatic irony) ইত্যাদি। এছাড়া, প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে— কাহিনি বা বিষয়, চরিত্র, সংলাপ এবং পরিবেশ।

মনীষী এয়ারিস্টটলের মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় হলো— কালের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। আবার একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো হলো— কাহিনির আরম্ভ— Exposition [মুখ], কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি— Rising action [প্রতিমুখ], উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব— climax [গর্ভ], গ্রন্থিমোচন— Falling action [বিমর্ষ], যবনিকাপাত— Conclusion বা Catastrophe/ [উপসংহার]। এই পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চগন্ধ নাটক। নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত বা শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্রাজেডি, কমেডি, ফার্স (প্রহসন) ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব।

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর আগে। ১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’কেই বাংলাভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন— সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, রূপক-



সাক্ষেতিক নাটক, প্রহসন ও কৌতুক নাটক, গণনাট্যধারা, কাব্যনাটক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক-সাক্ষেতিক নাটকের ধারা। বিংশ শতাব্দীর চতুর্দশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। দেশবিভাগের পরে বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া।

সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনির মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আগ্রহ থেকেই নাট্যকারের সিরাজউদ্দৌলা স্মরণ।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ড্রামা’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ইংরেজি

খ. ল্যাটিন

গ. গ্রিক

ঘ. ফরাসি

২. ট্রাজেডি দর্শকের চিন্তে—

i. করুণা সঞ্চারণ করে

ii. ভয় সৃষ্টি করে

iii. প্রশান্তি আনয়ন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকের আনুগত্য প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয়। মূল কথা এই যে, ইতিহাসের মূল সত্যের প্রতি আস্থা রেখেই সাহিত্যিক ইতিহাস— অবলম্বী সাহিত্য রচনা করবেন; তবে ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের কোনো দায় লেখকের থাকবে না।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু যে রচনার উপজীব্য—

ক. লালসালু

খ. সিরাজউদ্দৌলা

গ. অপরিচিতা

ঘ. রেইনকোট

৪. উদ্দীপক ও নাটকের প্লট বিবেচনায় ‘সিরাজউদ্দৌলা’ একটি—

ক. ঐতিহাসিক নাটক

খ. সামাজিক নাটক

গ. ডিটেক্টিভ নাটক

ঘ. রূপক নাটক



সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।
- সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- সিরাজের পতনের জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে এ-দেশের যে সব ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা :

ঘোষণা : এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মস্বন্দ কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯ জুন।

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১৯ জুন। স্থান : ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

[চরিত্রবৃন্দ : মণ্ডে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ক্যাপ্টেন ক্রেটন, ওয়ালি খান, জর্জ হলওয়ে, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিক চাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস।]

(নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্রেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্রেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা
Victory or death- Victory or death.

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্রেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

ক্রেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।



(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

- ওয়ালি খান : যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন ক্যাপ্টেন ক্রেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।
- ক্রেটন : না, না।
- ওয়ালি : এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।
- ক্রেটন : চুপ বেঁটমান। কাপুরুষ বাঙালির কথায় যুদ্ধ বন্ধ হবে না।
- ওয়ালি : ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রমাণ দেবে।
- ক্রেটন : What? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?
- (ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)
- জর্জ : ক্যাপ্টেন ক্রেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিস পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।
- ক্রেটন : কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?
- জর্জ : উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।
- ক্রেটন : বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?
- জর্জ : ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফ্রাঙ্কল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।
- ক্রেটন : কাপুরুষ, বেঁটমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।
- (জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)
- হলওয়েল : এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্রেটন?
- ক্রেটন : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী সার্জন হলওয়েল?
- হলওয়েল : আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।
- ক্রেটন : তাকে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন?
- হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধ্যে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
- (বাইরে গোলাবর্ষণের আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)
- ক্রেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি। (ক্রেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে।)
- হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে) এই, কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

- জর্জ : Yes sir.
- হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?
- জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।
- হলওয়েল : তাকে এখানে নিয়ে এসো।
- জর্জ : Right sir

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তে উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে।)

- উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত সার্জন হলওয়েল।



- হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?
- উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধ হয় দুপুরের আহ্বারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।
- হলওয়েল : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেন্যধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।
- উমিচাঁদ : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।
(জর্জের প্রবেশ)
- জর্জ : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্রেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।
- হলওয়েল : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।
- জর্জ : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু তিনি আহত হননি।
- উমিচাঁদ : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।
- হলওয়েল : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আশ্বস্তি আগেও প্রতিজ্ঞা করছিলেন ক্যাপ্টেন ক্রেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।
- উমিচাঁদ : বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।
- হলওয়েল : উমিচাঁদ, এখন উপায়?
- উমিচাঁদ : আবার কী? ক্যাপ্টেন কর্নেলেরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কম্যান্ডার ইন-চিফ।
(আবার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আওয়াজ ভেসে এল)
- হলওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।
- উমিচাঁদ : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।
(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ।)
- জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিক্কার ফটক ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।
- হলওয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।
(জর্জ ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ।)
- মিরমর্দান : এই যে দুশমনরা এখান থেকেই গুলি চালাচ্ছে।
- হলওয়েল : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে।
- মিরমর্দান : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?
- মানিকচাঁদ : সবাই অস্ত্র ত্যাগ করো।
- মিরমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।
- মানিকচাঁদ : তুমি হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।
(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। পেছনে সৈন্য সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুর্গিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)
- সিরাজ : কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।
- হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।
- সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছো তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?
- হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।
- সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু



কৈফিয়ৎ তবু কাউকে দিতেই হবে। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

- হলওয়েল : আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে—
 সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিলে তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।
 রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
 সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস!

- ওয়াটস : Your Excellency.
 সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশে পাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষকবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এই সব অনাচার আমি সহ্য করব?
 ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।
 সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।
 ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
 সিরাজ : বাদশাহকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছো। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।
 হলওয়েল : Your Excellency. নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।
 সিরাজ : আর আমাদের তিনি যে অনুমতি করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর এ্যাডমিরাল ওয়াটসন, কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের Secret Committee-র সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছো? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।
 ওয়াটস : Your Excellency, আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। We have come to earn money and not to get into politics. রাজনীতি আমরা কেন করব?
 সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য করো? তোমরা করো লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কী করেছো? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুণ্ঠতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছো। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?
 হলওয়েল : ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
 সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি কেমন?
 ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না Your Excellency।
 সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।
 রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
 সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশে-পাশের গ্রামবাসীদের



জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেঁচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম জাঁহাপনা।

সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।

মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধি আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ : হুকুম জাঁহাপনা।

সিরাজ : নাসারার দুর্গ এই ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে একটি মসজিদ তৈরি হবে। আয়োজন করুন সেনাপতি মিরমর্দান।

সেনাপতি নত হয়ে আদেশ গ্রহণের ভঙ্গী করলেন)

সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ।

(উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির)

আর (মিরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিরমর্দান : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : হলওয়েল।

হলওয়েল : Your Excellency.

সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)

[দৃশ্যান্তর]

প্রথম অংক: দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ৩ জুলাই। স্থান : কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ

(চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দালি)

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরবস্থা। আহাৰ্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয়-বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরুণ ইংরেজ।)

ড্রেক : এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোনো, প্রয়োজনীয় সাহায্য—

হ্যারি : এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।

মার্টিন : কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।

ড্রেক : তবু তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।



- হ্যারি : লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহাযের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
- ড্রেক : আহায কোনো রকমের জোগাড় হবেই।
- মার্টিন : কী করে হবে তাই বলুন মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহাযের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারে কাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেঁচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।
- কিলপ্যাট্রিক : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?
- হ্যারি : ধৈর্য ধরব আমরা কিসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।
- ড্রেক : যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।
- মার্টিন : যাঁরা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।
- ড্রেক : আমার হঠকারিতা?
- মার্টিন : তা নয়ত কী? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ?
- ড্রেক : সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।
- হ্যারি : তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।
- ড্রেক : আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।
- মার্টিন : রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বাউল কাগজ দেখিয়ে) ওই তো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?
- ড্রেক : (টেবিলে ঘুসি মেরে) That's none to your business.
- মার্টিন : Of course it is.
- কিলপ্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কিসে?
- ড্রেক : তোমাদের দুজনের Bank balance বিশ হাজারের কম নয় কারুরই। অথচ তোমরা কোম্পানির সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।
- হ্যারি : ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।
- ড্রেক : আমিও ঘুষ খাইনে।
- মার্টিন : অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
- ড্রেক : তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনও ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।
- হ্যারি : ফোর্ট উইলিয়াম?
- ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনও আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।
- মার্টিন : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।
- ড্রেক : এতবড় স্পর্ধা? Withdraw. Why you have said, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। Nothing sort of an unconditional apology will save you. মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।
- (জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)



- রমণী : তবু যদি মেয়েদের নৌকায় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।
- ড্রেক : We are in the council Session, madam. এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
- রমণী : Damn your Council, প্রাণ বাঁচবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
- ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।
- রমণী : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনিছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ-দিকে দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।
- ড্রেক : But you see—
- রমণী : I do not see alone, you can also see every night. এক প্রস্থ জামা কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখাতে চান?
- (হাতের ভিজা গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি, এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।
- সৈনিক : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াটস।
- (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াটস ঢুকলো)
- কিলপ্যাট্রিক : God gracious.
- হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশ্যে) Good morning to you.
- (সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াটস কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্যদিকে চলে গেলেন।)
- ড্রেক : বলো, খবর বলো হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যে।
- হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।
- ড্রেক : কলকাতায় ফেরা যাবে?
- হলওয়েল : না।
- ওয়াটস : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক : কী রকম ব্যবস্থা?
- ওয়াটস : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপটৌকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
- ড্রেক : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।
- হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজদের ব্যবসা সমুলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।
- ড্রেক : তা হলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।
- হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।
- ড্রেক : Hurray!
- ওয়াটস : মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।
- ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।
- হ্যারি : আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
- মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।
- (উভয়ের প্রস্থান)
- ড্রেক : (উচ্চ কণ্ঠে) Patience is the key-word youngmen.



- হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা।
- ড্রেক : যা বলেছো। ম্যালেরিয়া আর আমাশয়ে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।
- ওয়াটস : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।
- ড্রেক : But it is important from military point of view. সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক : Thats true. কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই, বিপদ যদি আসেই তা হলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।
- হলওয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেবো।
- ড্রেক : নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারে ভয়েই তা পারছে না।
(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চোঁচিয়ে উঠল)
উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
- সকলে : (What)? এত তাড়াতাড়ি।
- ড্রেক : (মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়তে লাগল) ‘আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে। সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্য তাহাকে বারো হাজার টাকা নজর দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায়্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করলে আমি আপনাদেরই সমগোত্রীয়। (চিঠি ভাঁজ করতে করতে) A Perfect scoundrel is this Omichand.
- হলওয়েল : কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।
- ওয়াটস : Even when it is too costly.
- ড্রেক : সেই তো মুকিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতের হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।
- হলওয়েল : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?
- ড্রেক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।
(বেরিয়ে গেল)
- ওয়াটস : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?
- কিলপ্যাট্রিক : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।
- হলওয়েল : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হল বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে। (ড্রেকের প্রবেশ)
- ড্রেক : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে।
- ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। তাং খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।
- ড্রেক : আগে ভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।।



কিলপ্যাট্রিক: I send you.

ওয়াটস : তা পাঠান। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?

ড্রেক : (আরদালি) বাতি লে আও।

হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক : Not so bad I hope.

(আরদালি একটা বাতি রাখলো)

ড্রেক : পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে

সমস্বরে : কোথায়? From which side?

নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুখানা, তিন খানা, চার খানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আরদালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক : কোম্পানির জাহাজ? Must be from Madras. Let us celebrate. Hip Hip Hurray.

সমস্বরে : Hurray

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)

[দৃশ্যান্তর]

প্রথম অংক: তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল ১০ অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায় দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।]

(প্রৌঢ়া ঘসেটি বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্বুকূট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশী অতিথি রাইসুল জুহালার সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হল। সকলের হাততালি।)

ঘসেটি : বসুন উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ : না না সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি ও রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজির নামটা-

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা। (সকলের উচ্চহাসি)

রায়দুর্লভ : জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)



উমিচাঁদ : (ইষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গৌফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

ঘসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন ওস্তাদজি।

রাইসুল জুহালা : ব্যায়াসা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদব কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাবো। পক্ষীকূলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য শুরু করল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?
(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এলো)

উমিচাঁদ : উনি রাজি আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দুচারখানা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাজবল্লভ : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

রাইসুল জুহালা: বহোত আচ্ছা হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটি : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি : তাই হোক

(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

ঘসেটি : আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ : সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কী পাবো তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ঘসেটি : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ : এটা কোনো কথা হলো না। যিনি নবাব হবেন—

জগৎশেঠ : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

রায়দুর্লভ : বেশ আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ : সে আবার কী কথা?

রাজবল্লভ : আপনারা তর্কের ভিতরে যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।

জগৎশেঠ : কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মায়ফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলিই বলছি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন।

রায়দুর্লভ : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেনকুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ : আমি তা বলছি। তাছাড়া এখানে সে কথা অবাস্তব। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটি : ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?



- জগৎশেঠ : না না আমি নগদ টাকা চাইছি নে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেবো অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্তনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।
- রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।
(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)
- ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র পড়তে পড়তে তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।
- রাজবল্লভ : বহোত খুব।
- উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।
- ঘসেটি : আপনাতো যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।
- উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।
- ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?
- উমিচাঁদ : অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলার নবাবিতে নির্বিঘ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রক্ষিত হবে।
- ঘসেটি : সিরাজ সম্বন্ধে উমিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।
- উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।
(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)
- ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি।
- উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।
- ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাবাহিনীতে যেন বিদ্রোহ ঘটানো হয়। আমাদের মিত্র সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।
- রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।
(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহির থেকে নবাব শব্দটি কানে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এলো।)
- রাজবল্লভ : আরম্ভ করো জলদি। (ঘুড়ুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেলো।)
- ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!
- সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভরী জলসা বসিয়েছেন?
- ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।
- সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।
- ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?
- সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া গুরু করতে হতো।



(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার চারিদিকে যড়যন্ত্রের জাল। এ সময়ে নবাবের খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

- ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছো? তোমার এতখানি স্পর্ধা?
- সিরাজ : এতে ত্রুদ্ব হবার কী আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।
- ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাবো? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)
- সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।
- ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?
- রাজবল্লভ : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই—
- সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। (রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।
- রায়দুর্লভ : হুকুম জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হলো। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন)
- সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।

(বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

- ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকর্মণ্য— যে কোনো কাজ করে না। **কর্মক্ষম** নয় এমন, অপটু। **অহোরাত্র**— দিবারাত্রি, সর্বক্ষণ। **আকীর্ণ**— পরিপূর্ণ। **আরদালি**— চাপরাশি, পিওন। **আব্রু**— আবরণ, পর্দা। **ইতস্তত**— দ্বিধা, সঙ্কোচ। **একরারনামা**— স্বীকারনামা বা কবুলনামা। **ওয়াকিফহাল**— বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ। **করমর্দন**— হাতে হাতে প্রীতিমূলক বিশেষ মিলন বা স্পর্শ। **কয়েদখানা**— কারাগার, বন্দিশালা। **কালোয়াতী**— উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নৈপুণ্য, রাগ সঙ্গীতে পারদর্শিতা। **কেরামতি**— ক্ষমতা, শক্তি, প্রতাপ। **কেয়ামত**— ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন, প্রলয়, ধ্বংস। **কোম্পানি**— ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সংক্ষিপ্ত নাম। **গোলন্দাজ**— যে সৈনিক কামান দাগিয়ে গোলা নিক্ষেপ করে। **জবরদস্ত**— শক্তিশালী, জোরালো। **জুলুম**— অত্যাচার। **ডাচদের**— ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের কর্মচারীদের। **ড্রেক**— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক। **তহবিল**— সঞ্চয়িত নগদ টাকা কড়ি। **তারিফ**— প্রশংসা। **তাম্রকুট**— তামাক। **তাম্বুল**— পান। **দত্তলৎ**— দৌলত, ধন-সম্পদ। **দুরবস্থা**— খারাপ অবস্থা। **দেউড়ি**— উঠান। **ধনকুবের**— ধনবান, বিত্তশালী। **ধান্দা**— ধাঁধা, ধোঁকা, প্রতারণা, এখানে জীবিকার প্রচেষ্টা। **নাজেল**— অবতরণ, আবির্ভাব। **ফৌজদার**— সেনানায়ক, আঞ্চলিক শাসক। **ভাঙ**— এক ধরনের মাদক। **মনুষ্যত্ব**— মানবিক গুণাবলী। **রাজদ্রোহিতা**— রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। **রোশনাই**— জ্যোতি, আলো। **সরগরম**— জমজমাট, পরিপূর্ণ। **সিপাহসালার**— সেনাপতি। **সর্বাধিনায়ক**— যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। **হাতুড়ে**— আনাড়ি চিকিৎসক। **Celebrate**— উদ্‌যাপন করা। **Gracious**— করুণাময়, সদয়, দয়াশীল। **Scoundrel**— নীচমনা, ইতর, নীতিবর্জিত মানুষ। **Secret Committee**— গোপন সংস্থা, গোপন পরিষদ।



আলিবর্দি- প্রকৃত নাম মিজা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতামহ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তিনিই মৃত্যুর সময় সিরাজকে ভবিষ্যৎ নবাব হওয়ার কথা বলে যান।

ওয়াটস- উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

উমিচাঁদ- লাহোরের অধিবাসী উমিচাঁদ ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন শিখ। ইংরেজদের সঙ্গে দালালী করে উমিচাঁদ সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন।

জগৎশেঠ- জগৎশেঠ কোন নাম নয়, উপাধি। ১৭২৩ সালে দিল্লীর সম্রাট মানিক চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। পলাশির যুদ্ধের সময় জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

মানিকচাঁদ- নবাবের অন্যতম সেনাপতি। আলিবর্দির কৃপায় মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারির পদে নিযুক্ত হন। মানিক চাঁদ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করে।

মানিকচাঁদ- সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা তাকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মানিকচাঁদ ছিলেন চরম বিশ্বাসঘাতক।

মিরমর্দান- নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমিক সেনাপতি। পলাশির যুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে সিরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যুদ্ধরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মিরজাফর- প্রকৃত নাম মিরজাফর আলী খান। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন মিরজাফর। নবাব আলিবর্দি বৈমাত্র ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দিয়ে তাকে সরকারি উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় তিনি সর্বদা নবাবের সঙ্গে থাকবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নবাবের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত এবং চিরকালের বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালে ২৯ জুন বিকেলবেলা কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। কুঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

রাইসুল জুহালা- ইতিহাস সিদ্ধ নারান সিংহা (নারায়ণ সিংহ) চরিত্র সিকান্দার আবু জাফরের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে কৌতুক-চরিত্র রাইসুল জুহালা। রাইসুল জুহালা সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী, সর্বোপরি তিনি দেশপ্রেমিক। নারান সিংহ ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন।

রাজবল্লভ- বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোলুপ মন্ত্রী। রাজবল্লভ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। ঢাকায় নৌবাহিনীতে কেরানীর চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে ‘রাজা’ উপাধি পান। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজবল্লভ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবল্লভের বিশ্বাস ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

রায়দুর্লভ (দুর্লভ রাম)- রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্লভ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে রায়দুর্লভও গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়। পলাশির যুদ্ধের পর মিরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে তিনি কলকাতা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

সিরাজউদ্দৌলা- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। আলিবর্দি খাঁর প্রিয় দৌহিত্র। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে তিনি পরাজিত হন। তাঁর অধিকাংশ পারিষদই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সিরাজ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং সাহসী সৈনিক। নানা ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়লেও তিনি কখনো দিশাহারা হননি কিংবা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন প্রজাবৎসল নবাব।

হলওয়েল- প্রকৃত নাম জন জেফানায়া হলওয়েল। চরম মিথ্যাবাদী। কোনো ঘটনাকে বেশি করে বলা ছিল তার অভ্যাস। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য তিনিই অন্ধকূপ হত্যা ঘটনাটি কল্পনা করে প্রচার করেন।



সারসংক্ষেপ

সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে ষড়যন্ত্র করছে। ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ-



এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে তারা যখন সিরাজের পতনের কথা আলোচনা করছেন তখন অকস্মাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তিনি ওয়াটস হলওয়েল প্রমুখকে ষড়যন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করতে বললেন। নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানির সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক প্রমুখ সেনাপতি দলবলসহ ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে আশ্রয় নেয়। চরম দুরবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। এর মাঝেও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কোনো শেষ নেই। এক্ষেত্রে এ-দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কর্মকাণ্ড তাদের আশান্বিত করেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটি বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। নিজের বাড়িতে সহচরদের ডেকে তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন। ঘসেটি বেগমের বাড়িতে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ। সেখানেও উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজ ঘসেটি বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙে দিলেন। ঘসেটি বেগমকে তিনি নিজ প্রাসাদে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তার এই প্রস্তাবে ঘসেটি বেগম ক্রোধান্বিত হলেন ও সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. কোন শাসকের মর্মস্বদ কাহিনি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. নবাব সিরাজের | খ. নবাব আলিবর্দীর |
| গ. নবাব মিরজাফরের | ঘ. লর্ড ক্লাইভের |

৬. শওকত জঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- শাসনকার্যে নিতান্ত অকর্মণ্য
- শুধু ভাঙের গেলাস ধরে
- কেবল নাচনেওয়ালী বোঝে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদারিত্ব নিয়ে দুই ভাই শ্যামল ও কাজলের মধ্যে কলহ বাঁধে। পরবর্তী সময়ে এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বিগণ তাদের বিবাদ মিটমাট করে দেন। পবিত্র গ্রন্থ গীতা হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই উভয়ের প্রতিজ্ঞা ভুলুপ্তি হয়। আবার তারা কলহে মেতে উঠে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে—

- নবাবের আদেশ না মানায়
- মিরজাফরের পবিত্র কালাম ছুঁয়ে শপথ করায়
- প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

৮. উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে প্রকাশিত হয়েছে—

- ক্ষমতা ভোগ
- প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
- কুপমণ্ডুক মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------|-------|
| ক. i | খ. ii |
|------|-------|








পাঠ-৩



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

-  প্রজাদের প্রতি নবাব সিরাজউদ্দৌলার গভীর ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
-  প্রজাদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন;
-  সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারবেন;
-  সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর সভাসদ এবং কোম্পানির প্রতিনিধি মি. ওয়াটসের মনোভাব লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;
-  সিরাজউদ্দৌলার সভাসদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

দ্বিতীয় অংক: প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ মার্চ। স্থান : নবাবের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী ওয়াটস, মোহনলাল।]

(দরবারে উপস্থিত- মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান। নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো)।

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশেদ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ।



- সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।)
- রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিক্ষেপন)
- সিরাজ : তরবারি কোষবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বলশাসন।
- উৎপীড়িত : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।
- মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি নে জাঁহাপনা।
- উৎপীড়িত : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। (ক্রন্দন)
- সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কী হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।
- উৎপীড়িত : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে— ওহ্ হো হো (কান্না)— আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুর কাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)
- সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস!
- ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) Your Excellency.
- সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাতির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?
- ওয়াটস : How can I know that your Excellency?
- সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছো? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।
- ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন Your Excellency. দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।
- সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনি ভেবেছো? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্য তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ৎ দাও, আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?
- ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।
- সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।
- (সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)
- এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।
- মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।
- সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কিনা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
- (প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)
- রাজবল্লভ : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।
- জগৎশেঠ : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই—



- সিরাজ : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান এই তো?
- মিরজাফর : এ-কথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হুঁষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।
- সিরাজ : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তাও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।
(মোহনলাল তরবারি নিক্ষেপন করল)
- সিরাজ : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্বন্ধিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।
- মিরজাফর : আমাদের প্রতি নবাবের সন্ধিক্ষ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকর্ষিত হয়ে উঠব।
- সিরাজ : ওই একটি পথ সিপাহসালার— দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?
- রাজবল্লভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।
- সিরাজ : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে।
- মিরজাফর : জাঁহাপনা আমাদের হুকুম করুন।
- সিরাজ : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বল হোক আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।
- মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনও তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।
(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)
- মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরীফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)
- রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
- রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।
- উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।
(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)
- সিরাজ : (ওয়াটসকে) ওয়াসটস।
- ওয়াটস : Your Excellency.



সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছো। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্যভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : Your Excellency.

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় অংক: দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯ মে। স্থান : মিরজাফরের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল জুহালা, প্রহরী]

(মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত— মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।

রাজবল্লভ : প্রকাশ্য দরবারে এতবড় অপমানের কথা আমি কল্পনাও করিনি।

মিরজাফর : শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের স্বস্তি দেবে না।

জগৎশেঠ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

রাজবল্লভ : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিন্ত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে তো কয়েদখানায় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য যদি দশ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তা হলে জগৎশেঠের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাইতো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন সম্পদ রক্ষার জন্যে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বরোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।



মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলাছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কী থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার করে দেখাতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশ বার দেখিয়েছি। এই দেখো বাবা, আর একটিবার দেখো। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকলেন)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা—

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবৎ হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্শিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কী?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক। খবর কী তাই বলো।

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত—

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছো রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কী হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবে এই দেখুন। (পকেট থেকে দ্বিখন্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাবো বলে মূলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো: আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়— তুমি গুপ্তচর? এমন এক অভূত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর এ কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? ছিচকে চোর থেকে আরম্ভ করে হাড়ি চোর, শাড়ি চোর, গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁধেল চোর, কাফন চোর। আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসেব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর? আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করে হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, (মুদুহাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহঙ্কার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটেছে মূলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর।

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?



- রাইস : সব তো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত- বেম্মোদতি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম শাঁকচুনী, উলকামুখী, আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এইসব আর কী।
- জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।
- রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি, ভূত-পেত্রির সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।
(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এলো।)
- মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?
- রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?
- মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো। কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।
- জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কী? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌঁছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।
- রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।
- জগৎশেঠ : কিছু মনে করো না। তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।
- মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এসো। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুশ্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।
- রাইস : হুজুর! (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)
- মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছি? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।
- জগৎশেঠ : তা তো বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।
- মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি না?
- রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
- জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
- রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তা তো বুঝতে পারছি। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনো ক্রমেই পাওয়া যাবে না।
- মিরজাফর : আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ওকথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দির আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় অংক: তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ৯ জুন। স্থান : মিরনের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]



(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উল্লাসধ্বনি।)

- মিরন : সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।
(নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিলো মিরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)
- মিরন : সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি। (নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)
- রায়দুর্লভ : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।
- মিরন : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখন বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।
- রায়দুর্লভ : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবন বিস্মাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।
- মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কী? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালবাসি।
- রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে।
- মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তা ছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।
- রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?
- মিরন : তিনি আসবেন কাশিম বাজার থেকে।
- রায়দুর্লভ : সে যা হোক আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কী কাজে তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখন সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।
- মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একবারে নির্দিষ্ট।
- রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তা হলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?
- মিরন : (ঈষৎ বিস্মিত) কী ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।
- রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : মেহমান।
- রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।
- মিরন : বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।
- রায়দুর্লভ : না আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। কামরায় ঢুকলেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর। মিরন সমাদর করে তাদের বসালো।)



- মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।
- জগৎশেঠ : তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ দিতে হবে এই তো?
- রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।
- মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : জানানো সওয়ারি।
(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মিরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

- মিরন : ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

- রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এসো। আত্মীয়রাই কেউ হবেন হয়ত।
(সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)

- জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

- মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেয়েছেন) আরে বাপরে, একবারে কাল কেউটে। তার দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে দণ্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে। (দুজন মহিলাসহ উল্লসিত মিরন কামরায় ঢুকলো)

- মিরন : এঁরাই জানানো সওয়ারি।

(রমনীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ মিরন বেরিয়ে গেল)

- ওয়াটস : Sorry to disappoint you gentlemen. ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

- মিরজাফর : (সসম্বন্ধে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

- ক্লাইভ : Are you surprised? অবাক হলেন।

- মিরজাফর : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

- ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

- মিরজাফর : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

- ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

- জগৎশেঠ : নবাবের গুণ্ডচরের হাতে তো পড়েনি?

- ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

- রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে বস্তাবন্দি হলো বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

- ক্লাইভ : I do not understand your Hulo business. But am sure Nabab can cause no harm to us.

- জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলায় কথা নয়। এরি ভেতরে—

- ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফলাফল দেখবে।



- রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?
- ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।
- রাজবল্লভ : আমরা?
- ক্লাইভ : Why not? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু—
- মিরজাফর : এই সব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?
- ক্লাইভ : Sorry, Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা attack এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা compensate করতে চেয়েছেন। Scoundrel টা আবার এক নতুন offer নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।
- মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।
- ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশান আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেব না। কেন দেব? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.
- রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।
- ক্লাইভ : Don't worry Raja। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। But Clive is no less আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।
- মিরজাফর : কী রকম?
- ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো reference থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে, নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
- রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?
- ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে আপনারাই তা জানিয়েছেন।
- জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।
- মিরজাফর : দলিল সই করবে কে?
- ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস। নকল দলিলটায় এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।
- মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তা হলে?
- ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- জগৎশেঠ : তা হলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।
- ক্লাইভ : Of course দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।
(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)
- মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?
- ক্লাইভ : ড্রাফটতো আগেই পড়েছেন।
- রাজবল্লভ : তা হলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।
- ক্লাইভ : If you want go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি না।
- মিরজাফর : (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।



- রাজবল্লভ : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, এ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবে-
- মিরজাফর : ওগুলো দেখে আর লাভ কী?
- রাজবল্লভ : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।
- মিরজাফর : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।
- রাজবল্লভ : এ সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন। কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।
- ক্লাইভ : (বিরক্ত) You are thinking like a fool.
আমরা কেন রাজ্য চালাবো। আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবার Privilege secure করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।
- জগৎশেঠ : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।
- ক্লাইভ : (রীতিমত ক্রুদ্ধ) Then what you are going to do about it? দলিল দুটো তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।
- মিরজাফর : না না সেকি কথা? এমনতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোন্দিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে-)
- মিরজাফর : বুকের ভেতের হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি?
- জগৎশেঠ : না না, মরাকান্না আবার কোথায়?
- মিরজাফর : আমি যেন শুনলাম।
- ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ Women থেকেও coward।
- রাজবল্লভ : নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।
- মিরজাফর : তাই হয়ত।
(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করল)
- মিরজাফর : কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বল্লেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?
- ক্লাইভ : Oh, what nonsense আমি জানতাম coward দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব। আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। you are sacrificing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।
- মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।
(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল)
- ক্লাইভ : That's all right (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। we have done a great thing- a great thing. (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার রমণীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)
- মিরন : হা হা হা। আর দেরি নেই।
(হাত তালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ)
আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব।



(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।
মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

(ফরাসে বসে পড়ল। মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল : শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।
মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?
মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?
মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাবে। (উঠে দাঁড়ালো)
এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।
মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণা সভায়?
মিরন : মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।

(পরিচারককে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল)

যখন নাছোড় হয়েছেন তখন বে-আদবি না করে আর উপায় কী?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন? (একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকি মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেলো। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখন্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)।

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা-

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনাচার- বিশৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতিহীনতা, যথোচ্ছাচার। অবনত- নিচু। অগ্নিগিরি- আগুনের পর্বত। অশ্বারোহী- ঘোড়ার পিঠে চরে যুদ্ধ করে যে সৈনিক। আলবৎ- অবশ্য, নিশ্চয়। আজ্ঞাবহ- যে আজ্ঞা বা আদেশ পালন করে। ইজারাদার- কর বা খাজনা আছে এমন জমির ইজারা নেয় যে। উৎকর্ষিত- চিন্তিত। কন্দকাটা- গলা কাটা। কর্মপন্থা- কাজ করার প্রক্রিয়া ও পথ। কৈফিয়ত- জবাবদিহি, নিজ দোষের কারণ প্রদর্শন। কুর্নিশ- সালাম, অভিবাদন। খেলাপ- অমান্য। খোলাসা করা- পরিস্কার করা, সব কিছু খুলে বলা। গর্দান- স্কন্ধ, ঘাড়, গলা। গুপ্তচর- গোয়েন্দা, গোপনে যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ করে। জালিম- অত্যাচারী, শোষক। ঠিয়ালদের- কোম্পানীর প্রতিনিধি, যারা কুঠিতে বাস করেন। ডুকরে- ফুঁপিয়ে কাঁদা। তহবিল- সিংহাসন। তারিফ- প্রশংসা। দেউড়ী- বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার, সদর দরজা। নকীব- তুর্কবাদক, ঘোষক। নতজানু- আত্মসমর্পণ। পোয়াতি- সন্তানসম্ভবা। প্রশ্রয়- আশকারা, লাই, আদর। বরখাস্ত-অপসারণ। কয়েদখানা- বন্দিশালা, কারাগার। বিনাশ- ধ্বংস। বিদ্বেষ- হিংসা। বেনিয়ার জাত- ব্যবসায়ী জাত, ব্যবসা করাই যাদের জাতিগত পরিচয়। সিপাহসালার- সেনাপতি, সৈন্যাধক্ষ। সম্প্রীতি- সুসম্পর্ক, ভালো সম্পর্ক।



সারসংক্ষেপ

মুর্শিদাবাদে নবাবের শাহী দরবারে সভাসদদের নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বসে আছেন। তিনি অত্যাচারী এবং



ষড়যন্ত্রীদের শাস্তি দিতে চান। সভাসদ এবং কোম্পানির প্রতিনিধিকে সভায় ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য সকলেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নবাব সকলকে সবকিছু ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করার কথা বলেন। কোরান শরিফ ছুঁয়ে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর বলেন— ‘আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।’ রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ তামা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে একই শপথ নিলেন। এই শপথের পরেই মিরজাফরের বাড়িতে এরাই গোপন মন্ত্রণাসভায় বসেছে। সকলের চিন্তা একই— এই মুহূর্তেই সিরাজকে গদিচ্যুত করতে হবে। নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্যে মিরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতাও প্রার্থনা করলেন। মিরনের বাসগৃহে আয়োজন করা হয়েছে নবাব-বিরোধী এক গোপন বৈঠকের। উচ্চাভিলাষী রায়দুর্লভের একান্ত অভিলাষ— নবাবের পতনের পর তিনি হবেন নতুন নবাবের প্রধান সেনাপতি। মিরন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন তাকে। একে একে মিরনের কামরায় প্রবেশ করেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও মিরজাফর। নবাব-বিরোধী এই ষড়যন্ত্রবৈঠকে ক্লাইভ প্রথমেই উত্থাপন করেন চতুর বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের প্রসঙ্গ। আসন্ন যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে তার দাবি নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। ধূর্ত ক্লাইভ এ দাবি পূরণে অসম্মত। তিনি নতুন ফন্দি এঁটেছেন উমিচাঁদকে ঠকাবার। ক্লাইভের প্রস্তুতকৃত সমঝোতা দলিল অনুসারে নবাবের পতনের পর সিপাহসালার গুপ্ত মসনদে বসবেন মাত্র, রাজ্য পরিচালনা করবে কোম্পানি। দস্তখত করার মুহূর্তে তার বুকে কেঁপে ওঠে, শুনতে পান মরাকান্নার ধ্বনি। মিরজাফরের মনে হয় তারা সবাই মিলে বাংলাকে বিক্রয় করে দিচ্ছেন না তো? পরিশেষে স্বাক্ষর দান করেন মিরজাফর। ক্লাইভ সন্তোষ চেপে রাখতে পারেন না; ‘আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে’, বলে মন্তব্য করেন তিনি। বৈঠক সমাপ্তির পর মিরনের উল্লাসমুহূর্তে আকস্মিকভাবেই তার আবাসগৃহে প্রবেশ করেন নবাব সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল। জেরার মুখে মিরন অস্বীকার করে বৈঠকের প্রসঙ্গ। অভিনয় পটু মিরন নৃত্যগীতের উপকরণ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় মোহনলালকে। শেষে প্রলুব্ধ করার জন্য এক পরিচারিকাকে সামনে ঠেলে দেয় মিরন। কর্তব্যপরায়ণ মোহনলাল পরিচারিকাকে উপেক্ষা করে দ্রুত বেরিয়ে যান মিরনের গৃহ থেকে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. সিরাজের দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি কে?

ক. ওয়াটস্

খ. হলওয়েল

গ. ক্লাইভ

ঘ. ক্রেটন

১০. মোহনলাল মূর্তিমান বেরসিক কেন?

ক. নাচ-গানে আসক্তি নেই

খ. প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি

গ. সিরাজের পক্ষাবলম্বন করেছেন

ঘ. দলিলে সই করেননি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মোহাম্মদ আলি কটক শহরের একজন নামকরা এ্যাডভোকেট। অর্থ তার নিকট মধুর চেয়ে মিষ্ট। কোর্টে মোকদ্দমা শুরু করার পূর্বেই তিনি তার ফিস পুরোটা আদায় করে নেন। আত্মীয়-স্বজনরাও তার এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েন না। টাকা তার নিকট ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. উমিচাঁদ

খ. মোহনলাল

গ. মির জাফর

ঘ. রবার্ট ক্লাইভ

১২. উদ্দীপকের সঙ্গে নাটকের এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে—

i. অমাত্যদের অর্থলিপ্সায়

ii. মিরজাফরের কুটিলতায়

iii. সিরাজের বর্বরতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

পাঠ-৪



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- সিরাজউদ্দৌলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সিরাজের নবাবের দ্রুত পতনের কাহিনি জানতে পারবেন।



মূলপাঠ

তৃতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

স্থান : লুৎফুন্নিহার কক্ষ

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ থেকে ২১ জুনের মধ্যে যে কোনো একদিন।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা]

(নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিহার উপবিষ্ট। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটি : বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম।
 লুৎফা : আসুন খালাম্মা।

(সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাকো। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : ছিঃ বড় আপা। এসো কাছে এসে বসো।

ঘসেটি : বসতে আসিনি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধু নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি—

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র। তুমিও তো কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেছো।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস— তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তা হলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ। আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্রা রমণী আমি। নিজের সামান্য বিভূতির অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধুর সামনে এ রকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধু? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরৎ পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরৎ দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে—

ঘসেটি : থামো, লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুক পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।



আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।
 ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছো।
 আমিনা : আমরা।
 ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।
 আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছো বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি নে।
 ঘসেটি : বুঝবে। সেদিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।
 (সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।
 ঘসেটি : এসেছো শয়তান। ধাওয়া করেছে আমার পিছু।
 সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।
 ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।
 সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।
 ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছো যে তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।
 সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা না।
 ঘসেটি : অর্থাৎ?
 সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।
 ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?
 সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।
 ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না। নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।
 সিরাজ : আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।
 ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।
 সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।
 ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা আমাকে বন্দি করবে রাখা হল। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র- তাই না? হা হা হা।
 (অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা-
 (বেরিয়ে গেলেন)

লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমানিত বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।
 সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।
 লুৎফা : এ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।
 সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।
 লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা-



- সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।
- লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু—
- সিরাজ : থামলে কেন? বলো।
- লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।
- সিরাজ : বলো।
- লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।
- সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। করো, আমি আপত্তি করব না। নানা মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে, আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না।
- লুৎফা : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, নানার মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জানো লুৎফা আমি তা করিনি।
- লুৎফা : আমি ওসব কোনো কথাই তুলছি নে জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার কর।
- লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই—
- সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো, ওঁর টাকা পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জানো না, কতখানি উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।
- লুৎফা : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে?
- সিরাজ : লুৎফা এত দেয়াল কেন বল তো?
- লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?
- সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।
- লুৎফা : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না লুৎফা।
- লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।
- লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুএকদিন বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাবো তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে কী!
- সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পন্ন। আমি এগিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।
- লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।
- সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।
- লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?
- সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনে, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?
- লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?



- সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হত, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কি না কে জানে?
- লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনি।
- লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।
- সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।
- সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।
- লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন যাও।
- পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে।

(পেছোতে লাগল)

- লুৎফা : না।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

- সিরাজ : (এগিয়ে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও লুৎফা।

(লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)

- লুৎফা : (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না।

(সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে— দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]



তৃতীয় অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২ জুন। স্থান : পলাশিতে সিরাজের শিবির।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর]

(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি)
ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই—

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা।

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা।

মোহনলাল : জাঁহাপনা।

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে। (নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন।)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন একটা বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল।)

সিরাজ : বলো মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোটো বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মিরমর্দান : (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই ডিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্দি আলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশে গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বা দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ : (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি কী দেখছি জানো? কেমন যেন অন্ধের হিসেবে ওদের সুবিধার পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মিরমর্দান : ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।



- সিরাজ : ঠিক তা নয় মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়া সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।
- মোহনলাল : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মিরজাফরদের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।
- মিরমর্দান : কিন্তু আমরা হারব কেন?
- সিরাজ : না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবিনা। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।
- মোহনলাল : ওদের সেনা বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়—
- সিরাজ : এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করতো।
- মিরমর্দান : এত চিন্তিত হবার কারণ নেই জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।
- সিরাজ : আমি জানি, তাই আরও বেশি করে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।
- মোহনলাল : আমরা জয়ী হবো জাঁহাপনা।
- সিরাজ : পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। কী হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝছো।
- মিরমর্দান : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্ৰীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু। (কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)
- প্রহরী : হুজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করেছিল।
(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)
- বন্দি : (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।
- মোহনলাল : (প্রহরীকে) তল্লাশি করো।
(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)
- কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না জাঁহাপনা।
- মিরমর্দান : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় করো। (হঠাৎ দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এ ও গুপ্তচর।
- কমর : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।
- সিরাজ : (কাছে এগিয়ে এসে) কী হয়েছে তোমার?
- কমর : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর।
- সিরাজ : মোহনলাল।
- মোহনলাল : গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।
(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)



- মোহনলাল : (যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।
- সিরাজ : (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিতভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।
- কমর : জাঁহাপনা মেহেরবান।
- সিরাজ : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।
- কমর : (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?
- সিরাজ : আমি জানি, এখানে এই অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।

(বন্দি নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান) শৃঙ্গালের প্রহর ঘোষণা)

- সিরাজ : তোমরাও এখন যেতে পারো। আজ রাতে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। (মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ষ হয়ে তা শুনলেন। কী যেন ভেবে রেহেলের রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। “আসসালাতো খায়রুম মিনান্নাওম”- এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সূত্র তর্যনাদ নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল।)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অংক : তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৩ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায়ে অনুসারে- সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। সৈনিকের প্রবেশ।)

- সিরাজ : (উৎকর্ষিত) কী খবর সৈনিক?
- সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।
- সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?
- সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
- সিরাজ : আচ্ছা যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

- ২য় সৈনিক : দুঃসংবাদ জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

- সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

- ৩য় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

- সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

- ৩য় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

- ১ম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রি আলি খাঁ নিহত জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ?

- সিরাজ : না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রি আলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্তচিৎকারে পরিণত হলো।)



- সিরাজ : কী হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা)
- সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসে) কী খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?
- সাঁফ্রে : (কুর্নিশ করে) এখনও হয়নি You Excellency. কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।
- সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হারতে হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও সাঁফ্রে। জয়লাভ করো।
- সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে standing like pillars.
- সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুলভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।
- সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এলো বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে tired soldiers যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। And that is dangerous.
- (২য় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল)
- সিরাজ : কী সংবাদ?
- (কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)
- সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বলো কী খবর?
- ২য় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে জাঁহাপনা।
- সাঁফ্রে : What? Mir Mardan killed?
- সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহীদ হয়েছে?
- সাঁফ্রে : The bravest soldier is dead.
- আমি যাই your excellency। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। (প্রস্থান)
- সিরাজ : ঠিক বলেছো সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে এখন তাহলে কী করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল...
- ২য় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে জাঁহাপনা?
- সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং বদ্রি আলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে? (পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে লক্ষ করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো। আমি যুদ্ধে যাবো। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।
- (মোহনলালের প্রবেশ)
- মোহনলাল : না জাঁহাপনা।
- (সৈনিক বেরিয়ে গেল)
- সিরাজ : মোহনলাল!
- মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।
- সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?
- মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাবো?
- মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই। আমি যাই জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। (নতজানু হয়ে নবাবের পরামর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল।)



সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।

সিরাজ : চলো।

(যেতে যেতে কী মনে করে দাঁড়ালেন)

সিরাজ : কে আছ এখানে?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।

(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

রাইস : জাঁহাপনা তা হলে চলে গেছেন? রক্ষা।

প্রহরী : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

রাইস : তার বোধ হয় সময় হবে না।

(বাইরে তুমুল কোলাহল)

রাইস : মিরজাফর ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চলো সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হল। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এলো ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ)

ক্লাইভ : He has fled away. আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরস্তর)

ক্লাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? Say quickly if you want to live. বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : No time for fun, Come on, say, where is shiraj?

(আবার লাথি মারল)

রাইস : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনও জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।

রাজবল্লভ : চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

ক্লাইভ : He must be a spy.

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেললো)

মিরজাফর : নারানসিং। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

ক্লাইভ : গুলি করো ওকে— here and now.

(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগলো)

ক্লাইভ : (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

ক্লাইভ : গুপ্তচরকে এই ভাবেই সাজা দিতে হয়।



নারান : (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? (ঝিমিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই, সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) How do you kill? Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart. এমন মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিস্তল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা...

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অংক : চতুর্থ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল ২৫ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তাবাহক, জনতা ও লুৎফা।]

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বজ্রতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু-

ব্যক্তি : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে, প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি?

(জনতা নীরব)

সিরাজ : না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করবো বলে।

ব্যক্তি : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনও আশা আছে। এখনও আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদের ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি : তা কী করে হবে হুজুর? অতবড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ : তারা যুদ্ধ করে নি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

ব্যক্তি : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুণ্ঠতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে-কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রু সৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি : কেউ মানে না হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা



বার বার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

- ব্যক্তি : জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয় ব্যবস্থা!
- সিরাজ : দুএক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য আসবে। নাটোরের মহারাণীর কাছ থেকেও সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।
- সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে দুশ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।
- সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবো।
- অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরে খাড়া করতে পারি।
- সিরাজ : এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন, যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

- বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এইমাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।
- সিরাজ : (বিস্ময় বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন। সিরাজউদ্দৌলার স্বশুর ইরিচ খাঁ।
- বার্তাবাহক : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।
- ব্যক্তি : তাহলে আর আশা কোথায়?
- সিরাজ : তা হলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

- ২য় বার্তাবাহক : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
- সিরাজ : তাহলেও আশা। ভীরা প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রি আলি, নৌবেসিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)

- সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ— অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, আর আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র দিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।
- ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না হুজুর।
- সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ,



জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিজি খৃষ্টান ওয়াটসন, ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের ওপরে অবাধ লুণ্ঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।
সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দির আমল থেকে এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করবো আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন জাঁহাপনা।
সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?
জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগলো)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্মসংবরণ করে) তা হলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।

(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়েই পালাতেই লাগলো)

সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখবো।
(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।
সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন লুৎফা?
লুৎফা : অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।
সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা, দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।
লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।
সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ, আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।
লুৎফা : তা হলে আর বিলম্ব নয় জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।
সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।
লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।
সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দুতিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাকো আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।
লুৎফা : না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।
সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে কষ্ট তুমি সহিতে পারবে না লুৎফা।



লুৎফা : পারবো। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাবো, আমি সঙ্গে যাবো। (কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন)

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

উইটনেস (Witness)– সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী। **কমবখৎ**– হতভাগ্য। **খাজাঞ্চি**– কোষাধ্যক্ষ, খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ। **জানালা**– নারী, অন্তঃপুরাসিনী বা পর্দানশীল নারী। **তাকিয়া**– ঠেসান দেবার উপযোগী মোটা বালিকা। **দেওয়ান**– রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী। **ধড়িবাজ**– ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রতারক। **ফরমান**– আদেশ। **ফরাস**– মেঝেতে পাতবার জন্য কাপড়ের আন্তরণ। **সওয়ারী**– যানবাহনে আরোহী। **Compensate**– ক্ষতিপূরণ করা। **অভয়**– আশ্বাস; সাহস। **অস্তিত্ব**– সত্তা। **আক্রোশ**– বিদ্বেষ, ক্রোধ। **আত্মাভিমান**– নিজের উপর নিজের অভিমান। **উৎকর্ষিত**– দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, চিন্তিত। **উদগার**– বমন। **উৎকর্ষ**– গুনবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। **কামিয়াবী**– সফলতা, কৃতকার্যতা। **কুর্নিশ**– নবাবকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম। **ক্ষমতাভিলাসী**– ক্ষমতা লাভ করা যার ইচ্ছা। **খাজাঞ্চী**– কোষাধ্যক্ষ। **খাদেম**– সেবক, ভূত্য। **গড়বন্দী**– এখানে পরিখা অর্থে। **গোরা**– ইংরেজ অর্থে, গৌরবর্ণ সৈনিক। **ঘায়েল**– নিহত অর্থে। **ঘোড়সওয়ার**– অশ্বারোহী। **চাঁদের হাট**– শিশুদের বা সুন্দরীদের একত্র সবাবেশ, সুখ সম্পদপূর্ণ সংসার। **ছাউনী**– শিবির। **জমাদার**– ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিক বিশেষ হেড কনস্টেবল। **জৈন**– মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। **ঠিকা**– অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত, নির্ধারিত শর্তযুক্ত। **টিপি**– উঁচু স্থান। **তুর্যনাদ**– বর্ণবাদ্যের শব্দ। **দূরবীণ**– দূরের বস্তু স্পষ্ট রূপে দেখার যন্ত্র। **দেহরক্ষী অশ্বারোহী**– দেহ রক্ষায় নিযুক্ত অশ্বে আরোহনকারী সৈনিক। **দেয়াল**– বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে এখানে প্রযুক্ত। **পরিহাস**– ঠাট্টা, তামাশা। **পিঠমোড়া**– দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন। **প্রবৃত্তি**– অভিরুচি। **প্রহর**– তিন ঘন্টা কাল; দিন রাতের আটভাগের একভাগ সময়। **ফিরিঙ্গি**– ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণশঙ্কর জাতি। **ফরিয়াদ**– নালিশ। **ফৌজ**– সৈন্য। **বরদাস্ত**– সহ্য করা, সহ্যকরণ। **বারুদ**– বিস্ফোরক চূর্ণ যা দিয়ে কামান বন্দুক ইত্যাদির গুলি প্রস্তুত হয়। **বেঈমানী**– বিশ্বাসঘাতকতা। **ভূতপূর্ব নবাব**– প্রাক্তন নবাব, এখানে নবাব মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ। **মতলব**– অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য। **মসনদ**– সিংহাসন, রাজাসন। **মহড়া**– আড়ম্বরের সঙ্গে প্রদর্শন। **মেহেরবান**– দয়ালু। **মৃত্যুবিধান**– মৃত্যুর আদেশ। **মহাপরাক্রমশালী**– মহাশক্তিশালী। **মাতৃস্থানীয়া**– মাতৃসম, মায়ের মত। **মোনাফেকি**– প্রতারণা, শঠতা। **রসলীলা**– প্রেমলীলা। **রাজকোষ**– রাজার বা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার। **রাজদ্রোহ**– রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ। **রাজমাতা**– রাজার মা। **রেহেল**– যার উপর পবিত্র কুরআন শরিফ বা যে কোন বই রেখে পড়া হয়। **রৌশনি**– আলোক সজ্জা। **লালায়িত**– লোলুপ, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। **শাঠ্য**– শঠতা, ধূর্ততা। **শাহজাদী**– বাদশাহর কন্যা। **সংঘবদ্ধ**– দলবদ্ধ। **সাপিনী**– স্ত্রী-সাপ। এখানে সাপিনী স্বভাবের নারী অর্থে ব্যবহৃত। **সোরাহী**– জলের কুঁজো। **স্তিমিত**– অনুজ্জ্বল। **হতবল**– বলহীন। **হেফাজত**– জিম্মাদারি, রক্ষণাবেক্ষণ। **হারেম**– অন্দরমহল, অন্তঃপুর। **হাসিল**– বুদ্ধি ও কৌশলে কার্য উদ্ধার। **হস্তক্ষেপ**– হাত দেওয়া, কোনো কাজে বাধা দেওয়া। **Excellency**– সম্রাট, গভর্নর, রাষ্ট্রদূত প্রমুখের পদবি। **Idiot**–নির্বোধ। **Standing like pollar**– স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে, স্থানুর মতো দাঁড়ানো অর্থে। **The bravest soldier**– বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিক।

টীকা

আমিনা বেগম–বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার গর্ভধারিনী এবং প্রাক্তন নবাব আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা। আলিবর্দির ভ্রাতৃপুত্র জয়েনউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জয়েনউদ্দিন যখন বিহারের সুবেদার তখন ১৭৪৮ সালে আফগান নৃপতি আহমদ শাহ দুররানী পাঞ্জাব আক্রমণ করলে বাংলার নবাবের বিদ্রোহী আফগান সেনাদল পাটনা অধিকার করে নেয়। এই বিদ্রোহীদের হাতেই আলিবর্দির জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও তার পুত্র জয়েনউদ্দিনের মৃত্যু হয়। আমিনা বেগম বাংলার নবাব পরিবারের এক ভাগ্যহীনা নারী। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র এক্রামউদ্দৌলা পলাশির যুদ্ধের পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর তার কনিষ্ঠপুত্র মির্জা মাহদিকেও মীরনের আজ্ঞাবাহী সৈন্যরা কাঠের পাটাতনে পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমোনা বেগমের হত্যাকাণ্ডও



মিরজাফরের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মিরজাফরের নির্দেশে হাত-পা বেঁধে মাঝনদীতে নিক্ষেপ করে বন্দিরা আমিনা বেগমের জীবন্ত সমাধি রচনা করা হয়।

আলিনগর– কলকাতা শহরের নতুন নাম। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করেন আলিনগর। মানিকচাঁদ ছিলেন আলিনগরের নবাবনিযুক্ত প্রথম গভর্নর।

ইয়ার লুৎফ খাঁ– পলাশির যুদ্ধে মিরজাফরের সহযোগী সেনাপতি।

উমর বেগ জমাদার– মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

এ্যাডমিরাল ওয়াটসন– এ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন। ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনী প্রধান ওয়াটসন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত এ্যাডমিরাল। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখলের পর পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে ওয়াটসন কলকাতা পৌঁছান এবং ক্লাইভের বাহিনীর সঙ্গে যোগদেন। ধূর্ত ক্লাইভের তুলনায় ওয়াটসন ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। নাটকে উমিচাঁদকে অর্থ ফাঁকি দেয়ার জন্য যে জাল দলিল প্রস্তুতের প্রসঙ্গ আছে, সেই জাল দলিলে ওয়াটসন স্বাক্ষরদান করেননি। ক্লাইভ লুইস্টনকে নিয়ে ওয়াটসনের স্বাক্ষর নকল করান। ওয়াটসন পলাশি যুদ্ধের পর দু’মাস যেতে না যেতেই রোগভোগে মৃত্যুবরণ করেন। সেন্ট জোনা গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মিরন– পরলোকগত নবাব আলিবর্দি খাঁর ভগ্নিপতি ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরন। ইনিও তার পিতার মতই ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী ও নিষ্ঠুর। ভোগবিলাসে মত্ত ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন মিরন। মিরজাফরের পক্ষে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন তিনি। তারই উদ্যোগ ও নির্দেশে মোহাম্মদি বেগ নিষ্ঠুরভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। অকালে বজ্রাঘাতে মিরনের মৃত্যু হয়।

রবার্ট ক্লাইভ, কর্নেল– মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন রবার্ট ক্লাইভ। সামান্য চাকুরীর ছকবাঁধা জীবনে হতাশগ্রস্ত ক্লাইভ আত্মহত্যার চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের যুদ্ধে ক্লাইভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে তিনি কর্নেল উপাধি লাভ করেন। পলাশি যুদ্ধের শেষে ইনি নবাবের দখল করা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তারই ষড়যন্ত্রে পলাশির যুদ্ধ এক প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। ইনি নবাবের প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রণাদাতাদের প্রলুব্ধ করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে রাজি করান। ফলে নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের পূর্ব পরিকল্পিত উদাসীনতা ও অপারগতার কারণে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয় এবং বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান ঘটে।



সারসংক্ষেপ :

নবাবের কাছে স্পষ্ট যে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন খালা ঘসেটি বেগম। ফলে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। এতেই ঘসেটি বেগম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ঘসেটি বেগম নবাবকে ‘শয়তান’ অভিহিত করেন। সহধর্মিণী লুৎফা অন্তঃপুরে নবাবকে কিছুদিন বিশ্রামের অনুরোধ করেন। মোহনলালের কাছে থেকে পাওয়া জরুরি সংবাদের সূত্রে নবাবকে চলে যেতে হয়। পলাশির প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্ভিগ্ন নবাব নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে সেনাপতি মোহনলাল আসেন নবাবের কাছে। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ প্রমুখ সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবেন– এমন বিশ্বাস সিরাজের নেই। লর্ড ক্লাইভ ও মিরজাফরের একাধিক গোপন চিঠি ইতোমধ্যে মোহনলালের হস্তগত হয়েছে, ধরা পড়েছে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দল। এ সময়েই সিরাজের শিবিরে আসেন নবাবের অন্যতম বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মিরমর্দান। মিরমর্দান পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পক্ষের কৌশল প্রণয়ন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকদের না রাখার পক্ষে মোহনলাল অভিমত ব্যক্ত করলে সিরাজ এদের চোখে চোখে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সর্বশেষ ভরসা আগামীকাল পলাশির ‘যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু’।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাবের অনুগত বাহিনী মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়ে। মিরমর্দান ও মোহনলালের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর আক্রমণে বাধ্য হয়ে প্রথমে পিছু হটে। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর এবং সেনাপতি রায়দুর্লভ ও ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যোগ দেয়নি। কিন্তু যুদ্ধে নৌবেসিং হাজারী নিহত হয় এবং বৃষ্টিতে নবাব পক্ষের বারুদ অকেজো হয়ে পড়ে।



শক্তি নবাব সৈনিকদের অভয় দেন। অনুগত ফরাসি সেনাপতি সাফ্রে নবাবের কাছে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। মিরমর্দানের মৃত্যু সংবাদ আসে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে সেনাপতি মোহনলাল নবাবকে দ্রুত মুর্শিদাবাদে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পলাশির যুদ্ধে পরাজিত নবাব রাজধানী রক্ষার্থে মুর্শিদাবাদ আসেন। মুষ্টিমেয় কিছু নাগরিকদের নবাব বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, পলাশিতে যুদ্ধ সংঘটিতে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। এখনও যদি সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করা যায় তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। এ-সময় মোহনলালের বন্দী হওয়ার দুঃসংবাদ শুনে জনতা দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতে শুরু করে। এই বিপর্যয় মুহূর্তে বেগম লুৎফুনিসা নবাবকে পরামর্শ দেন মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার। হিতৈষি বন্ধুবর্গের আশ্রয়ে থেকে তাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নবাবকে অনুরোধ জানান লুৎফা।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. মিরজাফরের গুপ্তচর কে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. উমর বেগ | খ. জগৎ শেঠ |
| গ. মোহন লাল | ঘ. শওকত জঙ্গ |

১৪. সিরাজ কোনটিকে তাঁর চারপাশের ‘দেয়াল’ বলেছেন?

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ক. অমাত্যদের ষড়যন্ত্রকে | খ. লবণ বিক্রেতাদের |
| গ. ঘসেটি বেগমকে | ঘ. লবণ উৎপাদনকারীদেরকে |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, ইতিহাসে তা স্বর্ণ-লেখায় লিখিত থাকবে।

১৫. ‘সিরাজদৌলা’ নাটকের সঙ্গে উদ্দীপকের কোন দিকটির মিল রয়েছে?

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ক. বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ | খ. আত্মত্যাগের মহিমা |
| গ. ইংরেজদের পরাজয় | ঘ. বাঙালির স্বাধীনতা লাভ |

১৬. উদ্দীপক ও ‘সিরাজদৌলা’ নাটকে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

- বাঙালির ত্যাগে
- বাঙালির প্রতিশোধ স্পৃহায়
- অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |



পাঠ-৫



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ✚ মিরজাফরের ক্ষমতারোহণের কথা জানবেন।
- ✚ নবাব সিরাজের পরিণতির কথা জানবেন।



মূলপাঠ

চতুর্থ অংক : প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৯ জুন। স্থান : মিরজাফরের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ]

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ কোলাহলে মুখর যে সেটা রাজ দরবারের পরিবর্তে নাচ গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

- রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?
- জগৎশেঠ : ঢাল তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তা ছাড়া চূলে নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর, এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।
- রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।
- জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই। নবাব আলিবর্দি ইস্তিকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।
- রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে। বেগমার হর গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলক ধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

- নকিব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন দওলত, জান সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তশরিফ আনছেন। হুঁশিয়ার ...

(মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

- রাজবল্লভ : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অর্ধৈর্ষ্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

- মিরজাফর : (চারিদিকে তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

- জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।

- মিরজাফর : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

- রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকিবের ঘোষণা)

- নকিব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর দরবার হুঁশিয়ার...

(ক্লাইভের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল)



- ক্লাইভ : Long live Nabab Jafar Ali Khan. But what is this? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির?
- মিরজাফর : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।
- ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) What? This is fantastic I must say. আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ- আপনাকে নজরানা দেবো।
- মিরজাফর : মিরজাফর বেইমান নয় কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।
- ক্লাইভ : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) No clown will ever beat him. (দরবারের উদ্দেশ্যে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলিখান। I am completely overwhelmed. বুঝতে পারছি নে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরলো। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে Gentlemen, I present you the new Nabab His excellence Jafar Ali Khan. আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। May God help him and help you as well.
- ওয়াটস : Hip Hip Hurry.
- (মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল)
- ক্লাইভ : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসলো।
- (কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখলো।)
- ক্লাইভ : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।
- ওয়াটস ও
কিলপ্যাট্রিক : Long live Nabab Jafar Ali Khan.
- (একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগলো। পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে।)
- উমিচাঁদ : আমাকে খুন করে ফেলো- আমাকে খুন করে ফেলো। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।
- মিরজাফর : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?
- উমিচাঁদ : ওহ্ সব বেঈমান- বেঈমান! না আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরলো। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগলো। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)
- ক্লাইভ : Have you gone mad?
- উমিচাঁদ : ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব।
- ক্লাইভ : Don't be silly. কী হয়েছে তা তো বলবে?
- উমিচাঁদ : আমার টাকা কোথায়?
- ক্লাইভ : কিসের টাকা?
- উমিচাঁদ : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশলক্ষ টাকা দেওয়া হবে।
- ক্লাইভ : কোথায় সে দলিল?
- উমিচাঁদ : তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।
- ক্লাইভ : আমি এর কিছুই জানিনে।
- উমিচাঁদ : তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ...
- (ত্রন্দন)
- ক্লাইভ : (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) You are dreaming Omichand. তুমি খোয়াব দেখছো।



- উমিচাঁদ : খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাবো। তুমি নিজেই সই করেছো।
- ক্লাইভ : আমি সই করলে আমার মনে থাকতো। তোমার বয়স হয়েছে— মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ করো— ঈশ্বরকে ডাকো। মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগলো (আমার টাকা, আমার টাকা))
- ক্লাইভ : উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। Your Excellency may forgive us.
- জগৎশেঠ : এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো।
- ক্লাইভ : ভুলে যান। ও কিছু নয়। নবাবের কিছু বলা উচিত।
- রাজবল্লভ : নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও মোটামুটি তাদের জানানো দরকার।
- মিরজাফর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাঁকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ও ২৪ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে হুঁররে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)
- মিরজাফর : দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শাস্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।
(প্রহরীর প্রবেশ)
- প্রহরী : সেনাপতি মির কাসেমের দূত।
- মিরজাফর : হাজির করো।
(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এলো। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো।)
- মিরন : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মির কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)
- ক্লাইভ : ভালো খবর। You can feel really safe now.
- মিরজাফর : কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে-কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলতো।
- ক্লাইভ : (রুখে উঠলো) No Your Honour এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে every moment. কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে Sympathy দেখাবে সে traitor। আর আইনে traitor এর শাস্তি মৃত্যু। And that is how you must rule.
- মিরজাফর : আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
- ক্লাইভ : Yes। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে soldier রা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে ordinary public তার মুখে থুথু দেবে— they must spit on his face।
- মিরজাফর : অতটা কেন?
- ক্লাইভ : আমি জানি He is a dead horse। কিন্তু না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? Public এর মনে terror জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation.



(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারের কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেলো; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)

- ক্লাইভ : আজ রাট্রেই কাজ সারতে হবে। এ সব ব্যাপারে chance নেওয়া চলে না।
 মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।
 ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বলো।
 মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেলো না।
 ক্লাইভ : Then?
 মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ- ওরাও রাজি হলেন না।
 ক্লাইভ : তা হলে তোমাকেই সেটা করতে হবে।
 মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?
 ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে, in your own interest সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত what about the lovely princess? লুৎফুনিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজউদ্দৌলা জীবিত থাকতে।
 মিরন : আমি একজন লোকের ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।
 ক্লাইভ : What pity, Hired kiler রা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। any way ডাকো তাকে।
 (মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এলো।)
 ক্লাইভ : এ কে? looks like a real butcher.
 মিরন : মোহাম্মদি বেগ।
 ক্লাইভ : তুমি রাজি আছো?
 মোহাম্মদি বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।
 ক্লাইভ : Agreed. (মিরনকে) ওকে টাকাটা এখনি দিয়ে দাও।
 (মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরবার উপক্রম করলো)
 ক্লাইভ : There may be trouble, অবস্থা বুঝে কাজ করো। Be careful কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও। (ওরা বেরিয়ে গেলো। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো) it is must।

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ২ জুলাই। স্থান : জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায়ে অনুসারে- কারাগ্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

(প্রায়-অন্ধকার কারাকক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া। অন্যপ্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটু খানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

- সিরাজ : (খাটিয়ায় উপবিষ্ট, আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।
 (খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলো। মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)



- সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।
- মিরন : আল্লার কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।
সিরাজ (চমকে উঠে) মিরন। তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছো, না পীড়ন করতে?
- মিরন : তোমার অপরাধের জন্যে দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।
- সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?
- মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদা হানির জন্যে বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসম্মত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।
- সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।
- মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে মোহাম্মদি বেগ)
- মোহাম্মদি বেগ : জনাব।
- মিরন : নবাবের হুকুম তামিল করো।
(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগলো।)
- সিরাজ : প্রথমে মিরন তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মির জাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?
(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগলো। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে)
- সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু, তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ।
(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)
- সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে-স্নেহের ঋণ আঃ...
(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলো। সিরাজ লুটিয়ে পড়লো। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)
- সিরাজ : (স্থলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুষ্ঠিত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার পিছে পরপর কয়েকবার ছোরার আঘাত করলো। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়ালো।)
- সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু নিস্তেজ কণ্ঠে)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ...
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের তো নিষ্পন্দ হয়ে গেলো।)
- মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা ...
(যবনিকা)



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আকুঞ্চন- সঙ্কোচন। আক্ষেপ- হাত পা খিঁচুনি, মনস্তাপ। আমীর ওমরাহ- বাদশাহি দরবারের সভাসদ। আড়াআড়ি- কোনাকুনি। ইনাম- পুরস্কার। উল্লসিত- আনন্দিত, উৎফুল্ল। ওয়ার ক্রিমিন্যাল- যুদ্ধাপরাধী। কয়েদখানা- জেলখানা; ফাটক। কুর্নিশ- মুসলমানি কায়দায় অভিবাদন, বাদশাহ ও আমিরকে সম্মান দেখাবার জন্য পেছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম। খাটিয়া- ক্ষুদ্রখাট, সাধারণত দড়ি দিয়ে ছাওয়া। খাপ- চামড়ার তৈরি তলোয়ার রাখার পাত্র। খেজাতপ- কলম, সাদা চুল লাল বা কালো করার রং। খোয়াব- স্বপ্ন। গর্দান- ঘাড়সহ মাথা। জিম্মাদার- হেফাজতকারী,



তত্ত্বাবধানকারী। ঢাল- অস্ত্রের আঘাত নিবারক চর্ম। তশরীফ- উপস্থিত, পদার্পণ; হাজির। তামিল- মান্য, পালন। তীর্থ- পুণ্যস্থান। তোড়া- মোড়ক। দগুজ্জা- শাস্তির আদেশ। নজরানা- উপটোকন, উপহার; ভেট। নকীব- এখানে ঘোষক অর্থে। নাতিদীর্ঘ- অনতি দীর্ঘ। নিরাবরণ- আবরণহীন। নিম্পন্দ- স্পন্দ শূন্য, স্থির, নিঃসাড়। নিষ্কৃতি- মুক্তি। পদস্থ- উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। প্রেক্ষাগৃহ- রঙ্গালয়, নাট্য-মিলনায়তন। ফিনকি- বেগে নির্গত সূক্ষ্ম রক্তধারা। বাটোয়ারা- বন্টন, ভাগ। বিল্ল- ব্যাঘাত, বাধা। বে-শুমার- অসংখ্য। মজলিস- সভা, বৈঠক। রাইয়াৎ- প্রজা, যে প্রজা জমি নিজে চাষ করার জন্য ভূমিস্বত্ব লাভ করে। লুষ্ঠিত- ভূমিতলে পতিত। লেবাস- পোশাক। শাস্ত্রী- সশস্ত্র প্রহরী। শুকরিয়া- কৃতজ্ঞতা। সসম্মানে- সসম্মানে। সুবে- বাদশাহি আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। সম্ভ্রান্ত- অতিশয় ভীত। সালামত- নিরাপত্তা, শান্তি। স্থলিত কণ্ঠে- নিস্তেজ কণ্ঠে। হুর গেলমান- ইসলামি বিশ্বাস মতে বেহেশতের সেবক সেবিকাবৃন্দ। হুঁশিয়ার- সাবধান।

butcher- কশাই। clown- বিদূষক। fantestic- এখানে উদ্ভট অর্থে প্রযুক্ত। forgive- ক্ষমা; মার্জনা। granite foundation- কঠিন পাথরে তৈরি ভিত্তি; সুদৃঢ় ভিত্তি। Hired killer- ভাড়াটে খুনি। mad- পাগল, উন্মাদ। ordinemy public- সাধারণ জনতা। overwhlmed- অভিভূত। princess- বেগম। silly- বোকাটে, দুর্বলচেতা। soldier- সৈনিক। spit- থুতু ফেলা। sympathy- সহানুভূতি। terror- ভীতি। traitor- বিশ্বাসঘাতক। trouble- অসুবিধা, ঝামেলা বা ঝগড়াটে ফেলা।

টীকা :

নাটোরের মহারাণী- জন্ম ১১২১-১২০০(?) বঙ্গাব্দ। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী। দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য নাটোরের মহারানী ভবানী স্বনামধন্য। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারের কোষাগারে রানী ভবানী বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব জমা দিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ভৎসনা করেছিলেন।

নৌবেসিং হাজারী- নবাব পক্ষের অন্যতম সেনাপতি।

পলাশি- এ গ্রামেরই প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে ঐতিহাসিক পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদী আলী খাঁ- পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের অন্যতম যোদ্ধা ও সেনাপতি, মীর মর্দান এর জামাতা।

মুহম্মদ ইরিচ খাঁ- মীর্জা ইরাজ খান নামেও পরিচিত। লুৎফুল্লিসার পিতা এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্বশুর। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বালিকা কন্যা লুৎফুল্লিসাকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ দৌহিত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন।

লুৎফুল্লিসা- নবাব সিরাজউদ্দৌলার পত্নী। তার পিতার নাম মীর্জা ইরাজ খান। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে এদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় সিরাজের বয়স ছিল তের বছর আর লুৎফুল্লিসা ছিলেন নিতান্ত বালিকা। জাঁকজমকপূর্ণ এই বিয়ের স্মৃতি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ছিল। লুৎফুল্লিসা রাজনীতির কুটিল পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। সুখ-দুখকাতর সাধারণ নারীর মতই ছিল তার জীবন। ভাগ্যাবিড়ম্বিতা নারীর মতোই তার জীবনের পরিণতি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজের পলায়ন মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন লুৎফুল্লিসা। গন্তব্যহীন ঐ পলায়ন পথেই স্বামীসঙ্গ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সিরাজ বন্দী হলে তাকে শত্রুরা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে, কিন্তু লুৎফুল্লিসাকে পাটিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাকে মুর্শিদাবাদে পুনরায় নিয়ে এসেছিল। তিনি মিরজাফর পুত্র মিরনের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবাব সিরাজের স্মৃতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরে ধরে রেখেছিলেন।

শওকতজঙ্গ- নবাব সিরাজউদ্দৌলার খালাত ভাই ও রাজনৈতিক শত্রু। আলিবর্দি খাঁর দ্বিতীয় কন্যা শাহ বেগম এর পুত্র। শওকতজঙ্গের পিতার নাম সৈয়দ আহমদ। ইনি আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। শওকতজঙ্গের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু যুবক মোহনলাল।

সাঁফ্রে- পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি।



মোহাম্মদি বেগ- বাংলার ইতিহাসের এক ঘৃণ্য চরিত্র মোহাম্মদি বেগ। কৃতঘ্ন এবং অতিশয় হিংস্র চরিত্রের মানুষ হিসেবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে মোহাম্মদি বেগের স্থান। ক্লাইভ কারারুদ্ধ সিরাজকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে সিরাজের প্রাণহরণে একে একে সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মিরজাফর পুত্র মীরনের মধ্যস্থতায় মোহাম্মদী বেগ রাজি হয় সিরাজকে হত্যা করতে। তার এই সম্মতির পেছনে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিলো না, নিতান্তই অর্থের লোভে মোহাম্মদী বেগ সিরাজ হত্যার মত নৃশংস কাজের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়। সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দিন আহমদ অনাথ মোহাম্মদি বেগকে স্নেহের সাথে লালন পালন করেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সিরাজ জননী আমেনা বেগম তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সিরাজ তাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন কিন্তু কৃতঘ্ন মোহাম্মদী বেগ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজকে শেষ প্রার্থনার সময় পর্যন্ত না দিয়ে নিষ্ঠুর জল্লাদের মত নৃশংসভাবে হত্যা করে।



সারসংক্ষেপ

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৭ সনের ২৯ জুন তারিখে সপরিষদ দরবারের আয়োজন করেছেন মিরজাফর। মির জাফর স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে, ক্লাইভ সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবেন না। ক্লাইভ অবশেষে তার হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে লোকদেখানো নজরানাও প্রদান করেন। তখন দরবার কক্ষে আসে টাকার লোভে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ। চুক্তিপত্র অনুযায়ী সিরাজের পতন হলে ক্লাইভ উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন। কিন্তু পূর্বেই আসল চুক্তিপত্র নষ্ট করে নকল চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল ধূর্ত ক্লাইভ। উমিচাঁদ এই প্রতারণার শিকার হয়েই এখন উন্মাদ।

ক্লাইভের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মিরজাফর এবং তার আন্তরিক সহায়তার জন্য পুরস্কার হিসেবে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ও ২৪ পরগনার স্থায়ী মালিকানা দান করেন। এ-সময় মির কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবান গোলায় সিরাজউদ্দৌলার বন্দী এবং দ্রুত রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের খবর আসে। ক্লাইভ ও মিরন সিরাজ হত্যা পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্লাইভ চান দ্রুত সিরাজ হত্যার বাস্তবায়ন। কিন্তু সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে সকলেই কুণ্ঠিত। ক্লাইভ ভবিষ্যৎ মসনদ এবং পরাভূত নবাবের বেগম লুৎফুনিসার লোভ দেখিয়ে মিরনকে মোহের ফাঁদে আটকে ফেলেন। ক্লাইভের নির্দেশে মিরন অগ্রিম দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদি বেগকে সিরাজ হত্যাকাণ্ডে রাজি করায়। জাফরাগঞ্জের কয়েদ খানার প্রায়াস্কার কক্ষে সিরাজকে মিরন শয়তান আখ্যায়িত করে শেষবারের মত সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। কুচক্রী মিরন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে প্রজাপীড়নের জন্য, পদস্থ অমাত্যবর্গের মর্যাদাহানির জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের বৈধ অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য এবং দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য নবাব জাফর আলী খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। সিরাজ নবাবের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে মিরন আসামীর অধিকারের অজুহাত তুলে এবং সঙ্গী মোহাম্মদি বেগকে নবাবের আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করে। ঘাতক মোহাম্মদি বেগ সিরাজের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে। সিরাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পাষাণ ঘাতক মোহাম্মদি বেগ খাপ থেকে ছোরা বের করে সিরাজের ভূমিতলে পতিত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। সিরাজের দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠলে মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়ায়। ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ এটি বলতে বলতে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা জীবনাবসান ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারী কে?

ক. মিরজাফর

খ. মিরন

গ. মোহাম্মদি বেগ

ঘ. জগৎশেঠ

১৮. ঘসেটি বেগমের প্রকৃতি হল-

i. সন্তানবৎসল

ii. স্বার্থপরায়ণ

iii. ক্ষমতালিপ্সু



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অন্যায়ের কাছে নত নয় শির

ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।

১৯. উদ্দীপকের কোন দিকটি ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে প্রকাশিত হয়েছে?

ক. নবাবের অনুগত সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব

খ. বাণিজ্য বিস্তারে ইংরেজদের কূটকৌশল

গ. নবাবের দরবারের আমলাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ঘ. মিরজাফরের কাপুরুষোচিত আচরণ

২০. উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ফুটে উঠেছে—

i. বীরযোদ্ধারা বীরের মত লড়াই করে

ii. নবাব বাহিনী অন্যায়ের কাছে নত হয়নি

iii. দেশপ্রেমিক সৈনিকরা ষড়যন্ত্রকারী নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

২১. বাংলা নাটক সর্বপ্রথম কত তারিখে অভিনীত হয়?

ক. ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৫

খ. ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

গ. ২৯ ডিসেম্বর, ১৬৯৫

ঘ. ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫

২২. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক কয়টি অঙ্কে বিভক্ত?

ক. দুইটি

খ. তিনটি

গ. চারটি

ঘ. পাঁচটি

২৩. নবাব সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কে ডাচ ও ফরাসিদের নিকট সাহায্য চেয়েছিল?

ক. লর্ড ক্লাইভ

খ. ক্লেটন

গ. ওয়াটসন

ঘ. হলওয়েল

২৪. ঘসেটি বেগমের সাজ কেমন ছিল?

ক. নরালংকার সাদামাটা সাজ

খ. রাজমাতার গম্ভীর সাজ

গ. দীনহীন নিরাভরণ সাজ

ঘ. জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজ

২৫. ‘সিরাজের পতন কে না চায়?’- উক্তিটি করেছিলেন?

ক. মিরজাফর

খ. ঘসেটি বেগম

গ. উমিচাঁদ

ঘ. লর্ড ক্লাইভ

২৬. মিরনের কাছে ছদ্মবেশে কে এসেছিলেন?

ক. মিরজাফর

খ. রায়দুলর্ভ

গ. জগৎশেঠ

ঘ. উমিচাঁদ

২৭. ‘ওরা বেনিয়ার জাত।’ –কাদের বলা হয়েছে?

ক. ওলন্দাজদের

খ. ইংরেজদের

গ. ডাচদের

ঘ. ফরাসিদের

২৮. পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে—



- i. ক্লাইভ পাবে দশ লক্ষ টাকা
- ii. কলকাতার লোকেরা পাবে সত্তর লক্ষ টাকা
- iii. কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

২৯. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?

- ক. মিরজাফরের দরবার
- খ. মুর্শিদাবাদের দরবার
- গ. নবাবের দরবার
- ঘ. জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা

৩০. গঙ্গাজল ছুঁয়ে কে শপথ করেছিল?

- ক. জগৎশেঠ
- খ. মিরজাফর
- গ. মিরন
- ঘ. রাজবল্লভ

৩১. 'তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির—

- i. সাহসিকতা
- ii. কাপুরুষতা
- iii. বীরত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও iii

৩২. সাদা নিশান কিসের প্রতীক?

- ক. পরাজয়ের
- খ. বিজয়ের
- গ. যুদ্ধবিরতির
- ঘ. সন্ধির

৩৩. 'আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।' —এখানে 'আপনি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- ক. লর্ড ক্লাইভ
- খ. গভর্নর ড্রেক
- গ. নবাব সিরাজ
- ঘ. মিরজাফর আলি খাঁ

৩৪. 'যুদ্ধ কর, প্রাণপণে যুদ্ধ কর।' উক্তিটি করা হয়েছে যে কারণে—

- ক. যুদ্ধযাত্রার অভিপ্রায়ে
- খ. দুর্গ জয়ের জন্য
- গ. সেনাদের মনোবল বাড়াতে
- ঘ. পরাজয়ের শোধ নিতে

৩৫. নবাব সিরাজের মতে ইংরেজরা যে কারণে সভ্য জাতি—

- i. ইংরেজরা বাণিজ্য শর্ত মেনে চলে
- ii. তারা নিয়ম ও শৃঙ্খলা জানে
- iii. ইংরেজদের শাসন মানার অভ্যাস রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

৩৬. সিরাজ পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দিলেন যেভাবে—

- i. বিহারের রাম নারায়ণ সহযোগিতা করবে
- ii. আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না
- iii. আমার পাশে এসে দাঁড়ান

নিচের কোনটি সঠিক?



ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কলিমদ্দি দফাদার ইউনিয়ন বোর্ডের চাকুরে। চাকুরিগত কারণে তাকে সব সময় পাক-বাহিনীর সঙ্গে থাকতে হয়। তবে সে পাক-বাহিনীর সঙ্গে থাকলেও অন্তরালে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করে।

৩৭. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের বিপরীত পরিচয় ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের যে চরিত্রে ফুটে উঠেছে—

ক. মিরমর্দান

খ. মোহনলাল

গ. উমিচাঁদ

ঘ. গভর্নর ড্রেক

৩৮. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদার ও নাটকের রাইসুল জুহালা চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে—

ক. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

খ. দেশপ্রেম

গ. কুটকৌশল

ঘ. হিংসা-বিদ্বেষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বেশ সুখেই ছিল রামশীলের জনসাধারণ। কিন্তু দেশপ্রেমিক ও প্রজাদরদী রাজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে রাজ্যের সেনাপতি। তিনি রাজাকে হটিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসতে আগ্রহী। রাজাও কোন অবস্থাতেই সিংহাসন ছাড়তে নারাজ।

৩৯. উদ্দীপকের সেনাপতির সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে যে চরিত্রের মিল রয়েছে—

ক. কর্নেল ক্লাইভ

খ. মিরজাফর

গ. উমিচাঁদ

ঘ. জগৎশেঠ

৪০. এ ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—

i. বিশ্বাসঘাতকতায়

ii. বর্বরতায়

iii. প্রজা নির্যাতনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। এদিন কিছু বিপথগামী উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা উচ্চাভিলাষী হয়ে ক্ষমতা লাভের স্পৃহায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে।

৪১. উদ্দীপকের ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ চরিত্রটি ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে যাকে প্রতিনিধিত্ব করে—

ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা

খ. মিরমর্দান

গ. নবাব আলিবর্দি খাঁ

ঘ. কর্নেল ক্লাইভ

৪২. উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. সুশাসন ও জনকল্যাণে

ii. জনগণের শান্তিবিধান

iii. উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতার লোভে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :



শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো- জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থ ও দিঘে সমান হইবে টানা-

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কয়টি অঙ্ক আছে?

খ. ‘ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।’ -কে, কেন কথাটি বলেছে?

গ. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের উপেন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে? - ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বাবু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা।’ -মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

রামের আক্রমণে সোনার লক্ষা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক তাঁর আত্মা সন হতে লক্ষাপুরিকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কোনমতেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এগিয়ে এলেন লক্ষার বীর সন্তান মেঘনাদ। তাঁর চাচা বিভীষণ আবার রামচন্দ্রের দোসর। ধর্মের নামে তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তবুও মেঘনাদ দমলেন না। তিনি নিকুন্ডিল যজ্ঞঘরে গেলেন যজ্ঞের আয়োজনে। মেঘনাদের শেষ রক্ষা হয় নি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিভীষণের সহযোগিতায় লক্ষণ মেঘনাদকে হত্যা করে। এভাবে লক্ষার স্বাধীনতা- সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে।

ক. সিকানদার আবু জাফর কোন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

খ. কী কারণে পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের পরাজয় ঘটে?

গ. মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রে ফুটে উঠেছে? -আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়টিই পরিণতির দিক থেকে করণ রসাত্মক।” -মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ :

খালাত বোনের মৃত্যুর পর তার একমাত্র সন্তান শুভকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন আরশাদ করিম। তিনি শুভকে নিজপুত্র আশিকের মতো লালন-পালন করেন। বড় হয়ে শুভ একদিন সম্পত্তির লোভে মামাতো ভাই আশিকের বুকে অস্ত্র ধরে। মৃত্যুভয়ে ভীত আশিক শুভর নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করে। কিন্তু বিধি বাম। এক পর্যায়ে আশিক শুভর উদ্দেশ্যে বলে, “আমার বাবা-মা তোমাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেছেন। তোমাকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আজ তুমি আমায় হত্যা করবে?” শুভর পাষণ্ড হৃদয় গেলেনি। আশিকের নিখর দেহ মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ক. পলাশি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. ‘ইনি কি নবাব না ফকির।’ -কে, কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছিল?

গ. উদ্দীপকের আশিক ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।” -মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪ :

বাংলাদেশের ইতিহাসে তাজউদ্দিন আহমেদ গভীর দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁর প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি দেশমাতৃকার সেবা করেছিলেন। কোনো লোভ বা লালসা তাঁকে কর্তব্যবোধ থেকে টলাতে পারেনি। জীবনকে বাজি রেখে তিনি নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন। নেতার স্বপ্নের উৎসারণ ঘটিয়েছেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসমরে। তাই আজ তিনি সকলের নিকট নন্দিত। বাংলার ইতিহাসে তার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।



- ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কাকে ইংরেজদের চিরকালীন বন্ধু বলা হয়েছে?
- খ. ‘ভীরু প্রতাপের দল চিরকালই পালায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. উদ্দীপকের তাজউদ্দিন আহমদ ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?—আলোচনা করুন।
- ঘ. “মোহনলাল ও তাজউদ্দিন আহমেদের দেশপ্রেম বাঙালির জাতীয়তাবোধে চিরকালীন প্রেরণার উৎস।”
—উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

🔑 নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সিকান্দার আবুজাফর রচিত ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে।

খ.

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে উমিচাঁদ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

বাণিজ্য করার নাম করে এসে এক সময় ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি বাংলার শাসন ক্ষমতার উপর নিপতিত হয়। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের দমন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাবের সেনারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজ সৈন্যরা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ইংরেজ বাহিনীর চতুর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ নিজেদের সৈন্যদের আসন্ন পরাজয় কিংবা পরাজয়ের দৃশ্য দেখবার আগে পালিয়ে যায়। নবাবের দরবারের একজন আমলা উমিচাঁদ এই দৃশ্য দেখে ফেলে। তাই দুর্গ ছেড়ে ইংরেজরা পালিয়ে যাওয়ায় সুযোগ বুঝে উমিচাঁদ এই উক্তিটি করেছিল।

গ.

উদ্দীপকের উপেন চরিত্রে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের শোষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকটি পলাশির যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করা হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। বাংলার রাজনীতির দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের মানুষকে শোষণ করাও আরম্ভ করে। নিজেদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা বাংলার অসহায় মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত। ইংরেজদের নিকট উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বিক্রি করা না হলে তারা জনগণকে নির্যাতন করত। দেশের নির্যাতিত মানুষ নবাবের কাছে এসব অত্যাচারের প্রতিকার চাইতে আসত।

উদ্দীপকে উপেন প্রচলিত সমাজের শোষণের শিকার হয়েছে। সে তার সককিছু হারিয়ে আজ নিঃস্ব। এখন তার বাকী আছে শুধু দুই বিঘা জমি। এটুকুও জমিদার গ্রাস করতে অতি আগ্রহী। মরণের পর ঠাঁইয়ের কথা বলেও উপেন জমিদারের নিকট থেকে নিস্তার পায়নি। অপরদিকে নবাব সিরাজের আমলে বাংলার এক লবণ চাষি ইংরেজদের নিমর্মতার শিকার হয়েছে। সে ইংরেজদের কাছে লবণ বিক্রি করতে চায়নি। তাই তারা লবণচাষির ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার পরিবারের মানুষগুলোর উপর চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন। ইংরেজদের অত্যাচারের কবল থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষ কখনো কখনো নবাবের দরবারে প্রতিকার চাইতে আসতো। বস্তুত উপেনের চরিত্রের মধ্যে নাটকের ইংরেজদের শোষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে বাবু এবং সিরাজউদ্দৌলা নাটকে ইংরেজদের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা, কেননা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উভয়েই শোষণ শ্রেণির।

ইংরেজরা সাত-সাগর তের নদীর ওপার থেকে বাংলাদেশে এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে তারা এদেশের রাজনীতির দিকে নজর দেয়। একসময় তারা অন্যায়ভাবে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। আর শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। বাংলার টাকায় ভরে ওঠে ইংরেজের গোলা। এভাবে তারা সুদীর্ঘ একশত নব্বই বৎসর এদেশের মানুষকে রক্তচোষা জোঁকের মত শোষণ করেছে।



উদ্দীপকে উল্লিখিত বাবু একজন জমিদার। অধীনস্থ প্রজাদের শোষণ করে অর্থ-বিল্ডে স্ফীত হওয়াই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সে উপেনের উপর অত্যাচার করেছে। এছাড়া নিজের বিলাসিতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সে উপেনের শেষ সম্বল দুইবিঘা জমিটুকুও দখল করে নিতে চায়। পক্ষান্তরে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে দেখা যায়, এক লবণচাষি ইংরেজ বণিকদের নিকট লবণ বিক্রি করেনি বলে ইংরেজরা তার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। ইংরেজরা লবণচাষির পরিবারের লোকদেরকেও নির্যাতন থেকে রেহাই দেয় না। এদিক থেকে উদ্দীপকের বাবু চরিত্রের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ইংরেজদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের বাবু চরিত্রটি আমাদের সামন্ত-সমাজের জীবন্ত প্রতীক। বাবু চরিত্রটি ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। আর নাটকেও রয়েছে এদেশকে দখল করার জন্য ইংরেজদের কূটকৌশল প্রয়োগের বর্ণনা। ইংরেজরা এদেশ দখল করে দস্যুর মত লুট করেছিল বাংলার মানুষের সর্বস্ব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বাবু এবং নাটকে ইংরেজদের চরিত্র একই সূত্রে গাঁথা।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সিকান্দার আবুজাফর ‘সমকাল’ নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খ.

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। এদিন পলাশির আশ্রয়স্থানে নবাব বাহিনী ও ইংরেজ সেনাবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে আত্মবলে বলীয়ান নবাব জয়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বার্থের মোহে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি নবাব বাহিনীকে অসময়ে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ইংরেজ বাহিনী নবাবের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন।

গ.

মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সিরাজ চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মেঘনাদ চরিত্রটি একটি বীর চরিত্র। মেঘনাদ চরিত্রে দেশপ্রেম রয়েছে। স্বদেশের জন্য মেঘনাদ অপরিমেয় মমত্ববোধ অনুভব করে। সে তার নিজের দেশকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চাচা বিভীষণের জন্য সে শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তিনিও দেশকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। দেশকে ভালোবাসার কারণে তিনি এখান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পলাশির যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি তাঁরই সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়। সর্বোপরি সিরাজ চরিত্রে দেশপ্রেমের সঙ্গে বীরধর্মও মিশ্রিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায়, মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সিরাজ চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

ঘ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়টিই পরিণতির দিক থেকে করুণ রসাত্মক হয়েছে।

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতির নানা সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বাধীন দেশের নবাব হয়েও তিনি স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারেননি। রাষ্ট্রের ভেতর-বাহির দুদিক থেকেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। একদিকে ইংরেজদের ছল-চাতুরি অন্যদিকে ঘসেটি বেগম-মিরজাফরের ষড়যন্ত্র তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ফলে রাজনীতিতে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হন। শেষ পর্যন্ত পলাশির যুদ্ধে তার ভুল নীতির জন্যই তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

উদ্দীপকে বিভীষণ একটি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। সে মেঘনাদের সম্পর্কে চাচা। কিন্তু স্বার্থের মোহে প্রতিপক্ষ রামের সঙ্গে সে সন্ধি করে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য গোপনে রামের বাহিনীকে সহায়তা করে। বিভীষণের মত হীন লোকের কারণেই লঙ্কার



দেশপ্রেমিক সন্তান মেঘনাদের মতো বীরকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে মিরজাফরও একজন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। সে স্বার্থপর ও লোভী। নিজের দেশ কিংবা মানুষ কারও জন্য তার মমত্ববোধ নেই। সে নবাব পক্ষের সেনাপতি এবং বাংলার প্রধান সেনাপতি। তবুও গোপনে হাত মেলায় ইংরেজদের সঙ্গে। অর্থের মোহে বাঙালি হয়েও নিজের দেশকে তুলে দেয় ইংরেজদের হাতে। তার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী বাঙালি জাতিকে ইংরেজদের পদানত থাকতে হয়েছে।

উদ্দীপকের বিভীষণ দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে হাত মিলিয়েছে রামের সঙ্গে। এর পরবর্তী ফল হচ্ছে সোনার লঙ্কার পরাধীনতা। অপর দিকে মিরজাফরও স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতি দুইশত বৎসরকাল যাবৎ বাংলার পরাধীনতা। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়ের পরিণতি করুণ রসাত্মক।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন :নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

লেডিস এ্যান্ড জেন্টলম্যান, লর্ড কর্নওয়ালিশের খুব বুদ্ধি ছিল। তিনি পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট দ্বারা জমিদার করিলেন আর জমিদারগণ লেজ নাড়িতে লাগিল। আপনারা বলেন, কর্নেল ক্লাইভ যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিলেন। নো, নেভার। আই মাস্ট নট টক লাইক এ্যান ইডিয়ট। ইতিহাসকে মিথ্যা করিতে পারিব না। বাংলাদেশের মেরাজ আলি সকল আপন হস্তে ক্লাইভের পকেটে বাংলাদেশ ঘুষড়াইয়া দিলেন। সো লঙ লিভ মেরাজ আলি, লঙ লিভ জমিদার জাতি।

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ কোন ধরনের নাটক?

খ. ‘কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।’-উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ‘বাঙালি শ্রেণিটি’র কোন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে?—আলোচনা করুন।

ঘ. “পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল।” —উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. গ ০২. ঘ ০৩. খ ০৪. ক ০৫. ক ০৬. ঘ ০৭. ঘ ০৮. ঘ ০৯. ক ১০. ক ১১. ক ১২. ক
১৩. ক ১৪. ক ১৫. খ ১৬. ক ১৭. গ ১৮. গ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. গ ২২. ঘ ২৩. ঘ ২৪. ঘ
২৫. খ ২৬. খ ২৭. খ ২৮. ঘ ২৯. ঘ ৩০. ঘ ৩১. ঘ ৩২. ঘ ৩৩. খ ৩৪. গ ৩৫. ঘ ৩৬. ঘ
৩৭. গ ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. ক ৪১. ক ৪২. গ